কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে সলেহীনদের বিশ্লেষণের আলোকে

পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম ঈদুল ফিতর আরাফা ঈদুল আযহা আশুরা পালন সম্পর্কিত সংশয় নিরসন

মুহাম্মদ এনামুল হক আল মাদানী

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে সলেহীনদের বিশ্লেষণের আলোকে

পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে সিয়াম, ঈদুল ফিতর আরাফা, ঈদুল আযহা, আশুরা পালন সম্পর্কিত সংশয় নিরসন

মুহাম্মাদ এনামুল হক আল মাদানী

প্রভাষক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

ভূমিকা

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামীনের জন্য, সলাত ও সালাম তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর। যে মাসআলাকে কেন্দ্র করে লিখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এটাসহ কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর প্রশাসনিক অনেক নির্দেশনাবলী মুসলিম বিশ্বে চালু নেই। এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মুসলিম মিল্লাতের চিরস্থায়ী সংবিধান কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আইন চালু না থাকায় এই দুরাবস্থা। শুধু এটুকুই না, এই সংবিধান থেকে মুসলিম মিল্লাত যত দূরে সরেছে পার্থিব নে'য়ামত তথা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে অমুসলিমরা ছিনিয়ে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো সমস্যা দেখা দেয়, তার সামান্য কিছু পেশ করা হলো ঃ উমার (রাঃ) ব্যাপারটি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি না করেই ঘোষণা করেন ঃ যে ব্যক্তি বলবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন, তাকে এই খোলা তরবারী দিয়ে হত্যা করব। কেউ তার সামনে গিয়ে কথাটি বলবেন এমন কারো হিম্মত হয়নি। সহীহ বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সংবাদ শুনে আবূ বক্‌র (রাঃ) ঘোড়ায় চড়ে আগমন করেন এবং মসজিদে নবাবীর মধ্যে প্রবেশ করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করেই আয়েশা (রাঃ)র ঘরে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিবরার চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। তিনি পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কপালে চুম্বন প্রদান করেন এবং কান্না বিজড়িত' কণ্ঠে বলেন ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক। আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার উপর দু'বার মৃত্যু প্রদান করবেন না, যে মৃত্যু আপনার উপর নির্ধারিত ছিল তা এসে গেছে"।

(সহীহ বুখারীর প্রসিদ্ধ ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বুখারী ৭/৭৫১ ও ইব্‌ন আবূ হাতেম ২/৫৮৪) কিতাবদ্বয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) পুনরায় মসজিদে নবাবীতে আগমন করেন এবং দেখেন, উমার (রাঃ) ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ 'নিরবতা অবলম্বন করুন' উমার (রাঃ) ভাষণ প্রদান করতে থাকেন। উপস্থিত সাহাবাগণ উমার (রাঃ) থেকে আবূ বক্‌র (রাঃ)র দিকে ধাবিত হন। অতঃপর তিনি (হাম্‌দ-সানা ও সলাত আদায়ের পর)

বলেন ঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত করে, তার জেনে রাখা উচিৎ তিনি ইন্তিকাল করেছেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদত করে, তার জেনে রাখা উচিৎ, একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী, মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়ত করেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِه الرُّسُلُ. اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّاكِرِيْنَ.

আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল ব্যতীত কিছুই নয়, নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বে বহু রাসূল বিগত হয়েছে, অনন্তর যদি তাঁর মৃত্যু হয় অথবা সে নিহত হয়, তবে কি তোমরা তোমাদের পশ্চাদ পথে ফিরে যাবে ? আর যে কেউ পশ্চাদ পথে ফিরে যাবে এতে আল্লাহর কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না এবং আল্লাহ তাঁর কৃতজ্ঞশীল বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। (আলু ইমরান/৩ ঃ ১৪৪)

আল্লাহর কসম! মনে হয় উপস্থিত সাহাবগণ উক্ত আয়াত জানতেন না, প্রত্যেকেই উক্ত আয়াত তিলাওয়ত করতে থাকেন"।

আয়াতটি শুনামাত্র উমার (রাঃ)র হাত থেকে খোলা তরবারী পড়ে যায়, আর তিনি তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যি ইন্তিকাল করেছেন।

উক্ত সমস্যার সমাধান হওয়ার মাত্র তিনদিন পর আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) মুসলিম মিল্লাতের খেলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে অনুরূপ কিছু সমস্যা দেখা দেয় ঃ কিছু লোক কাফের হয়ে যায়, আর একদল লোক ঘোষণা করল ঃ আমরা সলাত আদায় করব, সিয়াম পালন করব, হাজ্জ পালন করব, তবে যাকাত প্রদান করব না; যেহেতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন। আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) ঘোষণা করেন ঃ যে ব্যক্তি একটি ছাগল ছানা বা উটের রশিও অস্বীকার করবে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করব, উমার (রাঃ) বলে উঠেন, আপনি কিভাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন; অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, সে আমার থেকে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করেছে ? আপনি সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৩২

থেকে শুনুন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হন, এদিকে আরবদের কিছুলোক কাফের হয়ে যায়। উমার (রাঃ) আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা)কে বলেন ঃ আপনি তাদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া সত্যীকার কোন ইলাহ নেই– একথা যে ব্যক্তি স্বীকার করবে, সে আমার থেকে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করল। তবে শরীয়তের যা অধিকার রয়েছে সেকথা ভিন্ন, তার হিসাব তো আল্লাহর নিকট। আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি ঐ ব্যক্তির বিরূদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব, যে ব্যক্তি সলাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে (সলাত আদায় করা ফরয মনে করে, অথচা যাকাত আদায় করা ফরয মনে করেনা)। কেননা, যাকাত তো সম্পদের অধিকার। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি উটের রশিও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যাকাত হিসেবে প্রদান করত, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমার (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম! যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাঃ)র হৃদয় খুলে দিয়েছেন, তাই আমি সার্বিকভাবে উপলব্ধি করলাম, আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাঃ)র সিদ্ধান্তই সত্য-নিখুঁত"।

তিনি তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন শরীয়তের এই দলীল দিয়ে "যাকাত তো সম্পদের অধিকার"। তখন সাহাবীগণ, বিশেষ করে উমার (রাঃ) ব্যাপারটি উপলব্ধি করে বলেন ঃ আল্লাহ আমার অন্তরটি খুলে দিয়েছেন, আর আমি তা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেছি, খলীফা আবূ বক্‌র (রাঃ) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

অনুরূপ সমস্যাগুলোর আরেকটি ঃ সংবাদ এলো অমুসলিমরা মদীনায় হামলা করতে পারে, এমন মুহূর্তে খলীফা আবূ বক্‌র (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিতাবস্থায় তাঁর নিজ হাতে উসামা বিন যায়েদ (রা)র হাতে সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া ও বেঁধে দেয়া পতাকাটি দিয়ে পূর্বের প্রেরিত স্থানে যাওয়ার আদেশ প্রদান করেন। এতেও সাহাবীগণ অন্য মত পোষণ করেন এই বলে যে, এমন মুহূর্তে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা যাবেনা এবং উসামার নেতৃত্বে প্রেরণ করা যাবে না। কারণ, সে অল্পবয়স্ক এক কিশোর এবং (পূর্বের দাস-পরবর্তীতে আযাদকৃত) যায়েদ বিন হারেসা (রাঃ)র সন্তান।

খলীফা আবূ বক্‌র (রাঃ) অন্য মত পোষণকারী সাহাবীগণের মধ্যে উমার

(রাঃ)কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেতো বীর ছিলেন, এখন এতো দুর্বল কেন ? আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) এ বাধা না শুনে দৃঢ়ভাবে এ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে উসামার বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণের ব্যাপারে অটল থাকেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি সেই বন্ধন খুলতে পারবনা, যে বন্ধন দিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বাহিনী গঠন করেছেন। এমনকি বায পাখী যদি উপর থেকে এসে ছোঁ মেরে আমাদেরকে উঠিয়ে নেয়, হিংস্র জীব জানোয়ার যদি মদীনার চারপাশে এসে আমাদেরকে ঘেরাও করে, ব্যাঘ্র দল যদি উম্মুল মু'মিনদের পা কামড়িয়ে টেনে নিয়ে যায়, তবুও আমি উসামার বাহিনীকে অভিযানে পাঠাব এবং মদীনার চারপাশে পাহারা জোরদার করব। (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া-পৃ ৪৫৪) খলীফা আবূ সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর দাড়ি ধরে বললেন, ইব্‌ন খাত্তাব! আপনার জন্য দুর্ভোগ, আমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিযুক্ত আমীরকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে আমীর বানাবো, না আমি উসামার হাতেই নেতৃত্বের পতাকা প্রদান করব, যার হাতে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে নেতৃত্বের পতাকাটি বেঁধেছিলেন। আর আমি সে পতাকাটি খুলব ? না কখনই খুলব না। (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া-পৃ ৪৫৭) এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার সবগুলোতেই সকল সাহাবী (রাঃ) যে মতামত পোষণ করেছিলেন, খলীফা আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) অন্য মত পোষণ করেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে খলীফার মতামতই সঠিক। সাহাবগণ পরস্পরে মতবিরোধ করলেও তাদের সামনে কুরআন ও সুন্নাহর শরয়ী দলীল পেশ করা হলে তাঁরা সকলেই কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়ায় তা নির্দ্বিধায় মেনে নেন। এটাই মসলিম মিল্লাতের একমাত্র সমাধান।

উসমানীয় খেলাফতের পতনের পর মুসলিম সম্রাজ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য স্বতন্ত্র শাসন ও সম্পূর্ণ স্বাধীন শাসকের সৃষ্টি হয়, এসব রাষ্ট্রের প্রতিটি কার্যকলাপ তথা– প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক কার্যাবলী নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় চলতে থাকে। অহীর বাণী তথা কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ থেকে দূরে সরার কারণেই পৃথিবীর প্রকৃত শাসকগণ আজকে অমুসলিমদের দ্বারা শাসিত।

এই সুযোগে বিভিন্ন চক্রান্তে মুসলিমরা স্বশাসনের মিথ্যা স্বপ্নে বিভোর হয়ে

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের গোলামে পরিণত হয়। উৎকৃষ্ট খনিজ সম্পদকে কয়েকটি অমুসলিম রাষ্ট্রের নিকট সোপর্দ করে মুসলিম বিশ্বকে বঞ্চিত করে। এমনকি ইসলামী সংস্কৃতি ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধভাবে পালনীয় বিষয়গুলোকে আলাদা করা হয়। যার ফলে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য অনৈক্যে পরিণত হয়। ইসলামে ইবাদত সম্পর্কিত মাসায়েল পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ সকল মাসায়েল এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল হলো "ইবাদতের সময় নির্ধারণ"। ঈমানের পরে প্রধান চারটি ইবাদত তথা সলাত, সিয়াম, হাজ্জ ও যাকাত যথাযথভাবে আদায়ের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। এই সময়গুলোর কোনটির সাথে সূর্যের সম্পর্ক, কোনটির সাথে চন্দ্রের সম্পর্ক। এ বিষয়ে বইয়ের মূল অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রেই চাঁদ দেখা কমিটি রয়েছে। তারা প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে বৈঠক করে থাকে। এ ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ চাঁদ দেখে বা দেশের কোন অঞ্চল থেকে চাঁদ দেখার খবরের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নতুন মাসের ঘোষণা দেন। কিন্তু এ চাঁদ দেখা কমিটি অন্য দেশের চাঁদ দেখার খবর গ্রহণ করেন না। এমনকি সেটা নিজের দেশেও কার্যকর মনে করে না। অথচ এ দেশগুলোর বিভক্তি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন।

সমগ্র বিশ্বে চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্যের বাহানায় যে অনৈক্য- মতপার্থক্য রয়েছে তা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর বিরোধী তো বটেই, বিবেকেরও বিরোধী। কেননা উদয়স্থলের পার্থক্যের দাবী স্ব স্ব দেশভিত্তিক নয়, বরং পৃথিবীর যে কোন উদয়স্থলে নতুন চাঁদ উদিত হলেই পৃথিবীব্যাপী চন্দ্র মাসের ১লা তারিখ হিসাবে গণ্য হবে ।

সুতরাং বিজ্ঞ আলেমদের নিকট আবেদন এই যে, মাসআলাটি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী সত্য প্রমাণিত হলে মেনে নিন এবং জনগণকে মেনে চলতে পরামর্শ দিন। আর আপনাদের নিকট উক্ত মাসআলাটি দলীলভিত্তিক সত্য প্রমাণিত না হলে এর বিপক্ষে লিখিত মতামত পোষণ করুন, কনফারেন্স করুন, জাতীয়ভাবে এর সমাধান করুন।

এ অবস্থায় মহান রব্বুল আলামীনের নিকট দু'আ করি ঃ তিনি যেন এই কাজটি একমাত্র তাঁর জন্যে কবুল করেন। মুসলিম সমাজ এর দ্বারা সামান্যতম উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়,

তাই কোন ভুল ত্রুটি দেখা দিলে এবং তা অবহিত করলে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করার আশা রাখছি ইনশা'আল্লাহ। আমিসহ এই পুস্তক প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর চলার তাওফীক দান করুন। সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যার নে'য়ামতে এই কাজটি সমাপ্ত হল। অগণিত সলাত ও সালাম আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

মুহাম্মাদ এনামুল হক আলমাদানী

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের, তিনি তাঁর কিতাবে বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ.

"আল্লাহ সাতটি আকাশ এবং অনুরূপ সাতটি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন" সূরা তালাক/৬৫- ১২। আমরা যে পৃথিবীতে বসবাস করি তার উপর যে আকাশ দেখা যায় তাতে রয়েছে একটাই সূর্য। ঐ সূর্য যখন আকাশে উদিত হয় তখন পৃথিবীর সকল দেশে এক সাথে উদিত হয়না, বরং ২৪ ঘন্টার মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় উদিত হয়। তবে বিভিন্ন সময় উদিত হলেও গোটা পৃথিবীতে একই তারিখ গণনা করা হয়, যেদিন শুক্রবার, সেদিন পৃথিবীর সকল দেশেই শুক্রবার, একথা সর্বজন স্বীকৃত।

চন্দ্র পশ্চিম দিকে উদিত হয় আবার পশ্চিম দিকেই অস্ত যায়। ব্যাপারটা এরকম মনে হয়। আসলে সূর্য ও চন্দ্র মহান আল্লাহর ইচ্ছায় একইভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সূর্যের অনেক কাজের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো স্থানীয় সময় নির্ধারণ এবং নব চন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো মাসের শুরু এবং তারিখ নির্ধারণ। অতএব পৃথিবীর যে কোন স্থানে নব চন্দ্র দেখা গেলে এবং প্রমাণ সাপেক্ষে সংবাদ যত রাতেই পৌঁছুক না কেন ঐ দিবস থেকে চন্দ্র মাসের ১লা তারিখ গণনা করা হবে। এছাড়া চন্দ্র উদয় বা অস্ত যাওয়ার সঙ্গে স্থানীয় সময় নির্ধারণের কোন সম্পর্ক নেই। স্থানীয় সময় নির্ধারিত হয় সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে।

চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই যে সময় ও তারিখ নির্ধারণী তা চন্দ্র ও সূর্যের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহুর মহাগ্রন্থ আলকুরআনের বাণী এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ.

সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে (সময় ও তারিখ নির্ধারণের জন্য)। (আর-রাহমান/৫৫ ঃ ৫)

এ সম্পর্কে কুরআনের সূরা ইউনুস/১০ এর ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ ط مَا خَلَقَ اللهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ ج يُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ.

"তিনিই (আল্লাহ তায়ালা) সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং এর কক্ষপথ নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।"

যদি চাঁদের তারিখ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়, তাহলে চন্দ্র মাসের হিসাবটি কি নিরর্থক হয় না ?

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা বানী ইসরাঈলে বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ.

"আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন; এরপর রাতের নিদর্শনটি করেছি নিরালোক আর দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রব্বের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বছরের সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার।" (সূরা বানী ইসরাঈল/১৭ ঃ ১২)

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা কাসাসে বলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ.

(মুহাম্মাদ তুমি মানুষকে) বলে দাও, তোমরা কি ভেবে দেখেছ! আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ আছে কি, যে তোমাদেরকে আলো (দিন) এনে দিতে পারে ? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না ? (মুহাম্মাদ তুমি মানুষকে) বলে দাও, তোমরা কি ভেবে দেখেছ ! আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন তবে আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ আছে কি, যে তোমাদের জন্য রাতের আবির্ভাব ঘটাতে পারে যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার ? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না ? (কাসাস/২৮ ঃ ৭১-৭২)

একমাত্র তিনি তাঁর রহমতে চন্দ্র ও সূর্যের ব্যবস্থা করে দিবা-নিশি নির্ধারণ করেছেন এবং এগুলোর অনেক কাজের মধ্যে তারিখ ও মাস এবং বছর নির্ধারণ করেছেন।

এসকল আয়াত থেকে জানা গেল সূর্য ও চন্দ্রের রব্ব তাদের প্রধান কাজ নির্ধারণ করেছেন সময়ের হিসাব নির্ণয় করা, সর্বসম্মতিক্রমে গোটা পৃথিবীতে সূর্য বিভিন্ন সময় উদিত হলেও তারিখ একই হয়। তাই চন্দ্র বিভিন্ন সময় উদিত হওয়াতে তারিখতো একই হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেছেন চন্দ্র ও সূর্যের কাজ বছর ও সময়-তারিখ নির্ধারণ। মানুষ গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় চন্দ্র উদিত হওয়ার কারণে প্রথম তারিখ নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হলে কিভাবে বছর ও মাসের গণনা নির্ধারণ করবে ? বিষয়টা চিন্তা করে দেখা দরকার। চাঁদের আগমনই হচ্ছে পৃথিবীর সকল মানুষের মাসের ১ম তারিখ হিসাব নির্ধারণী এবং বিশেষভাবে "যয়ূফুর রাহমান" তথা রহমানের মেহমানদের জন্য হাজ্জ পালনের তারিখ নির্ধারণী হিসাবে। আল্লাহু রব্বুল আলামীনের বাণী এ কথার সাক্ষ্য বহন করে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

(রাসূল!) মানুষ তোমাকে (বিভিন্ন মাসের) নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করে, তুমি বলে দাও ঃ মানুষের জন্য তা সময় নির্ধারক ও (বিশেষভাবে তাদের) হাজ্জের সময় নির্ধারণকারী। (সূরা আল বাকারা/২ ঃ ১৮৯)

এখানে সময় অর্থাৎ তারিখ নির্ধারক বুঝায়। তারিখ, মাস, বছর ইত্যাদি সময়ের বিভিন্ন ইউনিট।

প্রতি মাসের নতুন চাঁদগুলো পৃথিবীর যে কোনো দেশে দেখা গেলে তখন থেকে পৃথিবীর অধিবাসীকে চন্দ্র মাসের প্রথম তারিখ গণনা করাই সঠিক। এর কোন বিকল্প নেই। আর এতে সন্দেহের কোন অবকাশও নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গোত্রীয় নাবী নন, কোন বিশেষ এলাকার নাবী নন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

(মুহাম্মাদ! তুমি কিয়ামাত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মানুষকে) বল ঃ আমি তোমাদের সকলের জন্য একমাত্র রাসূল। (আল আ'রাফ/৭ ঃ ১৫৮)

তিনি আরো বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

আমি তোমাকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **বিশ্বজগতের** জন্য শুধু রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়া/২১ ঃ ১০৭)

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্ববর্তী কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। তা হল..... (৫) প্রত্যেক নাবীকে শুধুমাত্র তার গোত্রের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, আর আমি সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছি। (সহীহ বুখারী)

কুরআন মাজীদের পরে আকাশের নীচে ও পৃথিবীর উপরে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এ দু'টো কিতাবই মুসলিম মিল্লাতের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব।

উক্ত কিতাবদ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة.

তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে। মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ না দেখা গেলে মাসের গণনা ত্রিশ করে নাও।

প্রশ্ন ঃ হাদীসের অনুবাদের মধ্যে বন্ধনিতে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) কথাটি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হল এবং পৃথিবীতে নতুন চাঁদ দেখার জন্য শরীয়তে কয়জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য তা পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ কিয়ামত পর্যন্ত সকল দেশের সকল মানুষের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিবে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

رواه أبو داود ٢٣٤٢،صححه الألباني .

ইব্‌ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনগণ নতুন চাঁদ দেখতে ও দেখাতে লাগল (আমিও তাদের একজন), আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম যে, আমি নতুন চাঁদ দেখেছি। ফলে তিনি নিজে সিয়াম পালন করলেন এবং জনগণকেও সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিলেন। (আবূ দাঊদ-হাদীস নং ২৩৪২, দারেমী), শায়খ আলবানী (র) হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الهِلاَلَ قَالَ الحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلاَلُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا.

أبو داود والترمذي والنسائ وابن ماجة والدارمي.

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক গ্রামে বসবাসকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল ঃ আমি রামাযানের নতুন চাঁদ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই? লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? লোকটি উত্তর দিল ঃ হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল (রাঃ)কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ লোকদেরকে জানিয়ে দাও, তারা যেন আগামী দিন থেকে সিয়াম পালন করে। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, দারেমী)

হাদীস দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মুসলিম মিল্লাতের নিকট রামাযান মাসের নতুন চাঁদ দেখার জন্য পৃথিবীর সকল মুসলিমের জন্য একজন নির্ভর যোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারাই সাব্যস্ত হবে। আর এটাই মুসলিম মিল্লাতের নিকট সর্বজন স্বীকৃত যে, নতুন চাঁদ দেখলে বা নিখুঁত সংবাদ শুনলে (চাঁদ সকলে না দেখলেও) সিয়াম পালন করা ফরয হয়ে যায়।

লোকটির নিকট থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে মুসলিম কিনা জানার পর তার সংবাদের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালনের নির্দেশ প্রদান করলেন। জিজ্ঞাসা করেননি যে, তুমি কত দূরের মানুষ, কোন দেশের মানুষ, পার্থক্য করেননি যে, এটা শুধু আরবদের জন্য, অনারবদের জন্য নয়। উক্ত হাদীসদ্বয়ে পৃথিবীর একজন মুসলিমের সংবাদ পেয়ে সিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বর্তমানে

একজন নয়, এক লক্ষ নয়, এক কোটি নয়, বরং অগণিত মানুষের নিকট থেকে সংবাদ পওয়া যাচ্ছো যে, নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে, কিসের ভিত্তিতে সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকা সম্ভব ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী "তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে" এই সম্বোধন শুধু কি আরবদের জন্য, না পৃথিবীর সবার জন্য? যদি বলেন শুধু আরবদের জন্য, তাহলে ভুল হবে। (কেননা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত সবার রাসূল। তিনি যেখানে সকল মানুষকে কিবলামুখি হয়ে ও কিবলাকে পিছনে করে প্রস্রাব ও পায়খানা করা যাবেনা বলে সম্বোধন করেন এবং সামান্য পার্থক্য থাকার কথা উল্লেখ করে ঘোষণা করেন ঃ তবে তোমরা মদীনাবাসী পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রস্রাব ও পায়খানায় যাবে। যেহেতু মদীনা থেকে কা'বা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رِوَايَةً قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا. (ق).

আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমরা পায়খানায় যাবে তখন তোমরা কিবলামুখী হয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করবে না। বরং তোমরা (মদীনাবাসী) পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, শায়খ আলবানী (র)র সহীহ আবূ দাউদ)

আর যদি বলেন ঃ এ সম্বোধন পৃথিবীবাসীর সবার জন্য, তাহলে পবিত্র মক্কায় নতুন চাঁদ দেখা গেলে আপনাকে সিয়াম পালন করতে হবে। তবে আবার প্রশ্ন আসে যে, আরব দেশে নতুন চাঁদ উদিত হলে আমরা তো চাঁদ দেখিনা, শুনি, আর শুনাটা কতটা গ্রহণযোগ্য উপরোক্ত হাদীস দু'টি এর প্রমাণ।

প্রশ্ন ঃ সিয়াম আরম্ভ করার জন্য একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট বলে সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হল, এবার প্রশ্ন থাকে, রামাযান মাসের সিয়াম ত্যাগ

করার জন্য কয়জন সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট এবং সিয়াম পালনকারী পৃথিবীর অন্য দেশে ঈদ হচ্ছে -এর নিখুঁত সংবাদ পেলে কি করবে ?

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ

عَنْ رِبْعِيٍّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ لأَهَلاَّ الْهِلاَلَ أَمْسِ عَشِيَّةً فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا زَادَ خَلَفٌ فِي حَدِيثِهِ وَأَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ

(صحيح ابو داؤد، صححه الالبانى)

রিবঈ ইব্ন হিরাশ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করে তিনি বলেন ঃ একদা লোকেরা রামাযানের শেষ দিবস নিয়ে মতভেদ করে। তখন দু'জন গ্রামে বসবাসকারী মুসলিম নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শপথ করে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, গত সন্ধ্যায় তারা শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে সিয়াম ভঙ্গ করার আদেশ দেন। বর্ণনাকারী খালফ তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, তারা যেন পরদিন সকালে ঈদের সালাত আদায়ের জন্য ময়দানে গমন করে। (সহীহ আবূ দাউদ) শায়খ আলবানী (র) হাদীসটি সহীহ বলেছেন,হাদীস নং ২২৩৯।

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হল যে, নিজ এলাকায় চাঁদ না দেখার কারণে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সিয়াম পালন অব্যাহত রেখেছিলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিনের শেষভাগে অনেক দূর থেকে আসা কাফেলার চাঁদ দেখা সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং তার উপর আমল করারও হুকুম দিয়েছেন। এ থেকে এটা

সাব্যস্ত হল যে, নিজ এলাকায় চাঁদ দেখা না গেলেও অন্য এলাকায় চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছলে সেই অনুযায়ী সিয়াম, লাইলাতুল কদ্‌র, ঈদ, হাজ্জ প্রভৃতি পালন করা যাবে। কেননা এ হাদীসের মাধ্যমে দূরত্বের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। তাছাড়া দ্রুতগামী যানবাহনের ক্রমবিকাশের ফলে দূরত্বের শর্তটি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকবে। সম্ভবতঃ এ কারণেই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীসেই দূরত্বের বিষয়টি প্রাধান্য পায়নি। রামাযান মাসের সিয়াম আরম্ভ করার জন্য পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে একজন সৎ নিষ্ঠাবান লোক সাক্ষ্য প্রদান করলে সিয়াম পালন ফরয হয়ে যাবে। আর রামাযান মাসের সিয়াম ত্যাগ করার জন্য দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তাই পবিত্র কা'বা ঘরের ও মসজিদে নবাবীর ইমামদ্বয়সহ কোটি মানুষ সিয়াম পালন করছে এই সংবাদ পাওয়ার পর সকলের উপর সিয়াম পালন করা ফরয হবে কিনা ভাবার বিষয়।

প্রশ্ন ঃ আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা সবই সাব্যস্ত হয়ে গেল, নিম্নে বর্ণিত এই কথাটির উত্তর কি হতে পারে ?

(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ছাপা মুসলিম শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, ১২নং অধ্যায়, কিতাবুস সিয়াম, ৩নং অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্য তাদের দেশে চাঁদ দেখা তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য, অন্য দেশের লোকদের জন্য নয়। সুতরাং কোনো দেশের লোক যদি চাঁদ দেখে তাহলে এ হুকুম তাদের থেকে দূরবর্তী দেশীয় লোকদের জন্য প্রযোজ্য নয়।)

উত্তর ঃ প্রথম কথা হচ্ছে, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ঃ এটা ইমাম মুসলিম (র)র কথাও নয়। তাঁর কথা হলেও শরীয়তের বিধান হিসেবে গৃহীত হত না। পরবর্তীতে সহীহ মুসলিমে বিভিন্ন "অধ্যায়ের নাম ও অনুচ্ছেদের নাম এবং বিভিন্ন খণ্ডে বিষয়ভিত্তিক নাম সংযোজন করা হয়। ইমাম মুসলিম (র) এগুলোর কোনোটাই লিখেননি। সমাজ যাদেরকে আলেম হিসেবে জানে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, তাঁরা তাই বলবেন। এই সংযোজন

সম্ভবত সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নবাবী (র)র, যেহেতু তিনি শাফেয়ী মাযহাবের শক্ত অনুসারী, শাফেয়ীদের সামান্য কিছু লোক এই মতের অনুসারী। তারা বলেন যে ২৪ ফারসাখ তথা ৭২ মাইল পর্যন্ত এলাকার অধিবাসী প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্য তাদের দেশে চাঁদ দেখা তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য। এই কথা বলার পর কোনো আয়াত বা সহীহ হাদীস তো দূরের কথা, কোন জাল হাদীসও দলীল হিসেবে পেশ করেননি। তাতে ইমাম শাফেয়ী (র)ও কোনো পথ নির্দেশনা নেই।

চারজন ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মালেক (র), ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) সকলেই উপরোক্ত ও নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে গোটা বিশ্বে একই দিনে সিয়াম আরম্ভ করা ও একই দিনে ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহাসহ সবই একই নিয়মে হওয়ার অনুসারী। (মুখতাসার সুনানু আবূ দাউদ ঃ ৩/২২০)

প্রশ্ন ঃ বলা যেতে পারে ঃ উপরে উল্লিখিত মতামতটিতো আপনার, বিশ্ববিখ্যাত কোন ইমাম কি এ ধরণের মতামত পেশ করেছেন ?

উত্তর ঃ মুহতারাম আহমাদুল্লাহ রহমানী (র) আমাদেরকে সহীহ বুখারীর দারস প্রদান করার সময় তাঁর সরাসরি শিক্ষক ইমাম ওবায়দুল্লাহ রহমানী (র) থেকে ইমাম বুখারী (র) পর্যন্ত ২৫ জন পরস্পর শিক্ষকগণের তালিকা প্রদান করেন। ইমাম ওবায়দুল্লাহ রহমানী (র) প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মিশকাতের বিশ্ববিখ্যাত ভাষ্যকার। তাঁমত ঃ

শায়খুল হাদীস ওবায়দুল্লাহ রহমানী (র) বলেন ঃ "এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মারফু হাদীস নয় এবং কোন সাহাবীরও উক্তি নয়। বরং এটা কোন ফকীহর ব্যক্তিগত উক্তি। সেজন্য এই কথাটি সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য হবে না" তাঁর লিখিত কিতাব "রামাযানুল মুবারক কে ফাযায়েল ওয়া আহকাম"। বেনারস (সালাফীয়া ছাপা) পৃষ্ঠা নং ৯। সূত্র ঃ শায়েখ আইনুল বারী-সিয়াম ও রামাযান (কলিকাতা, ১৯৯২ ঈসায়ী, পৃষ্ঠা ২৬)

প্রশ্ন ঃ প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্যে তাদের দেশে চাঁদ দেখা তাদের জন্যে গ্রহণযোগ্য, কথাটি যদি মেনে চলা হয়, তাহলে আরাফার দিন নিজ নিজ দেশের চাঁদ দেখা অনুযায়ী 'আরাফা' পালন করা হবে, না একই তারিখে ?

উত্তর ঃ সৌদী আরবে 'আরাফা'র দিন তাদের দেশের তারিখ অনুযায়ী 'আরাফা' পালন করা হবে। প্রশ্ন হতে পারে এ ব্যাপারে শরয়ী কোন দলীল আছে কি ? বরং আরাফার দিন ঐরূপ করা ভাল হবে যেরূপ করেছিল মাযহাবী ভাই সকল ঃ কাবা ঘরে সলাত আদায়ের সময় এক মাযহাবের ইমাম তাঁর অনুসারীদের নিয়ে সলাত আদায় করতেন এবং তিন মাযহাবের লোকেরা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতেন এবং সিরিয়ালে অবশিষ্ট তিন মাযহাবের ভাইসকল স্ব স্ব ইমামের সঙ্গে সলাত আদায় করতেন, অতএব 'আরাফা'র দিন তাই করা ভাল, তাহলে সলাতের ন্যায় হাজ্জও সুন্দরভাবে আদায় হবে!!

প্রশ্ন ঃ সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)র যে বর্ণনাটি এই মতামতের বিপরীত পরিলক্ষিত হচ্ছে তার উত্তর কি হবে ?

عن كُرَيْب أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ ابْنَةَ الحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا فَاسْتَهَلَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْنَا الهِلاَلَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرَ فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ الهِلاَلَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ الثَّلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَفَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ قَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

কুরাইব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, উম্মুল ফযল বিনতে হারেস তাকে সিরিয়ায়

মুয়াবিয়া (রাঃ)র নিকট পাঠালেন। (কুরাইব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌছলাম এবং প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকা অবস্থায়ই জুমু'আর রাতে রামাযানের নতুন চাঁদ দেখেছি। এরপর রামাযানের শেষভাগে আমি মাদীনায় ফিরে এলাম। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আমার নিকট জানতে চাইলেন এবং নতুন চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কোন্ দিন নতুন চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম ঃ আমরা জুমু'আর রাতে চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নিজে দেখেছ কি ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ এবং লোকেরাও দেখেছে, তারা সিয়াম পালন করেছে এবং মুয়াবিয়া (রাঃ)ও সিয়াম পালন করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি, আমরা সিয়াম পালন করতে থাকব, শেষ পর্যন্ত ৩০ দিন পূর্ণ করব অথবা চাঁদ দেখব। আমি বললাম ঃ মুয়াবিয়ার চাঁদ দেখা ও সিয়াম পালন করা আপনার জন্য যথেষ্ট নয় কি ? তিনি বললেন ঃ না যথেষ্ট নয়, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে মুসলিম মিল্লাতের ইমাম ও শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেসগণ যা বলেন ঃ

ইমাম শাওকানী (র)র মতামত ঃ

পৃথিবী বিখ্যাত ইমাম শাওকানী (র)র এ ব্যাপারে "নাইনুল আওতার" নামক গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে বলেছেন ঃ

(১) সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)র বর্ণনাটি সাধারণ জনগণ যা বুঝেছে তা আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)র ইজতেহাদ-গবেষণালব্ধ, এটা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং দলীল হচ্ছে ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)র বর্ণনাটি ঃ রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন ঃ "তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন তোমরা সিয়াম আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে

"তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, নাসায়ী)। তাই ইবন আব্বাস (রা)র আমলটি তাঁর ইজতেহাদ-গবেষণালব্ধ, সেটি দলীল হিসেবে গৃহীত হবেনা।

(২) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন "নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।" কিন্তু তিনি নাবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর কোন শব্দ বা তার শব্দের কোন অর্থ বর্ণনা করেননি, যার ফলে তাঁর বাণীর বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যাবে।

তাছাড়া রামাযান মাসের প্রথম দিকে ইবন আব্বাস (রাঃ)র নিকট সিরিয়াবাসীর নতুন চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছেনি। বরং তা রামাযান মাসের শেষের দিকে তাঁর নিকট এর সংবাদ পৌঁছে। আবূ হুরায়রার (রাঃ)র বর্ণিত হাদীসটির দলীল ঃ "তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে"। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

এ ছাড়া ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)র নিকট মুসলিম জাহানের আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ও রাজধানী সিরিয়াবাসীর চাঁদ দেখে সিয়াম পালনের কথা রামাযান মাসের প্রথম দিকে পৌঁছেনি, বরং রামাযান মাসের শেষের ভাগে পৌঁছে যে, সিরিয়াবাসী নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম পালন করছে। ফলে মাদীনাবাসীর সিয়াম ত্রিশ দিন পূর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত সিয়াম পালন থেকে বিরত থাকতেন। (ইমাম শওকানীর কথা এখানেই শেষ)। কারণ, তাদের রামাযানের প্রথম তারিখে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ উপরোক্ত মতামত কেউ কি গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর ঃ পৃথিবী বিখ্যাত যে সকল মুহাদ্দেস এই মতামত গ্রহণ করেছেন তাঁরা অনেক, তবে উল্লেখযোগ্য মাশায়েখের একজন শায়খ নবাব সিদ্দীক হাসান খান (র) তাঁর "রওযাতুন নাদীয়া" গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ৩৩১ পৃষ্ঠায় ইমাম শওকানী (র)র উক্ত বক্তব্যের প্রতি সমর্থন প্রদান করেন।

তাছাড়া আধুনিক মুসলিম বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস এবং মুসলিম বিশ্বে তিনজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেসের একজন শায়খ আলবানী (র) ও সর্বজন স্বীকৃত শায়খুল ইসলাম ইবন তায়মিয়া (র)র মতামত ঃ

মুসলিম মিল্লাতের সকল "সুনান গ্রন্থের" সহীহ ও যঈফ পার্থক্য নির্ণয়কারী, আধুনিক মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত সর্বজন স্বীকৃত আল্লামা শায়খ আলবানী (র) সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)র ইজতেহাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বিরোধ দেখা দেয়ায় তার জবাবে "তামামুল মিন্নাহ" গ্রন্থের ২৯৮ পৃষ্ঠায় কি সমাধান দিয়েছেন তা দেখুন। তিনি বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)র বর্ণনাটি ঐ সকল লোকের জন্য প্রযোজ্য যারা তাদের দেশে চাঁদ দেখে সিয়াম পালন শুরু করেছেন। আর রামাযান মাসের মধ্যভাগে সংবাদ পৌছে যে, অন্য দেশের মুসলিমগণ তাদের এক দিন পূর্বে চাঁদ দেখেছে। এ অবস্থায় তারা ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের সিয়াম পালন করতে থাকবে অথবা যতদিনে তারা নতুন চাঁদ না দেখতে পাবে। এর দ্বারা ইব্ন আব্বাস (রাঃ)র থেকে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত ইজতেহাদটির সংশয় দূর হল। আর আবূ হুরায়রা (রাঃ) ও অন্যান্যদের বর্ণনাকৃত হাদীসগুলোর প্রতি আমল করা গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য জরুরী হয়ে গেল। কোন প্রকার দূরত্ব ছাড়াই পৃথিবীর যে কোন স্থানে নতুন চাঁদ দেখা দিলে অথবা এর নিখুঁত সংবাদ যে কোন ব্যক্তির নিকট পৌঁছলে তাদের জন্য সিয়াম পালন করা ফরয হয়ে যাবে। যেমনটি শায়খুল ইসলাম ইব্ন তায়মিয়া (র) তার ফাতওয়া গ্রন্থের ২৫তম খণ্ডের ১০৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন। বর্তমান যুগে এটা একটা সর্বাধিক সহজ ব্যাপার, যা আমাদের সবার জানা। মুসলিম বিশ্বের

এই বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন যাতে এটাকে বাস্তবায়িত করা যায় ইনশাআল্লাহ। শায়খ আলবানী (র)র কথা এখানেই শেষ।

উক্ত উদ্ধৃতির পর মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র) বলেছেন ঃ "ইবনুল ক্বাইয়িম (র) তাঁর "তাহযীবুস সুনানে"ও অনুরূপ বলেছেন।" [আলবানী'র আস-সহীহাহা ১/২২৪ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস *

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. صحيح البخاري وعن صحيح مسلم عن أبي هريرة.

(তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে। মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ না দেখা গেলে মাসের গণনা ত্রিশ করে নাও।)

* অনুযায়ী আমল না করে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (র)র ইজতেহাদ অনুযায়ী যদি আমল করে, তাহলে তার কি কোন অসুবিধা হবে ?

উত্তর ঃ অসুবিধা হবে কিনা সেই মুফাসসেরে কুরআন আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ)র এ সম্পর্কে বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রাঃ)র নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট আবূ বাক্র (রাঃ)র বক্তব্য তুলে ধরায় তিনি জবাবে বললেন ঃ আমার ভয় হয় যে, তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে; আমি বলছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আর তোমরা বলছ, আবূ বাক্র ও উমার অন্য কথা বলেছেন! (ইব্ন ক্বাইয়িম, যাদুল মাআদ, ১/৩৯১ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন ঃ আমি জানি ইবলীস শয়তান ভুল করেছিল এবং আদম (আ) ভুল করেছিলেন, যা কুরআন মাজীদে সূরা বাকারা, আ'রাফ, তাহা, হিজর, বানী ইসরাঈল ও কাহাফে রব্বুল আলামীন উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আদম (আ) ভুল জানতে পেরে সঠিকটা মেনে নেন এবং সত্যের পথে ফিরে আসেন। কিন্তু ইবলীস ভুল জানতে পেরেও স্বীকার করেনি, বরং ভুলের পক্ষে স্বীয় দলীল পেশ করেছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তা উল্লেখ করেছেন ঃ

قَالَ مَا مَنَعَكَ الاَّ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ.

তিনি (আল্লাহ) তাকে (ইবলীসকে) জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি যখন তোমাকে আদমের নিকট নতশির হতে আদেশ করলাম, তখন কোন বস্তু তোমাকে নতশির হতে বাধা প্রদান করলো ? সে উত্তরে বললোঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা। আ'রাফ/৭ ঃ ১২) তার দলীল ছিল ঃ আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে, আর আগুনের গতি ঊর্ধ্বে, আর আদম (আ) কে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, আর মাটির গতি নিম্নে, ঊর্ধ্ব গতি কি করে নিম্ন গতির নিকট নতশির হয় ? আপনার আদেশ সম্পূর্ণ ভুল। তখন রব্বুল আলামীন তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়ে চিরদিনের জন্য জাহান্নামী ঘোষণা করেন। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দলীল জানার পরও অনিচ্ছা সত্ত্বে ভুল হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমানে ভুলকে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে, আর ভুলের পথে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে এবং সত্যের পথে ফিরে আসতে চাই না, তাহলে সে ব্যক্তি কোন পর্যায়ে পৌঁছল এবং কোন পথে গেল ?

উত্তর ঃ লোকটি কোন পর্যায়ে পৌঁছল তা জানার জন্য উপরে উল্লিখিত আয়াতটি পড়তে পারে এবং একটা ঘটনা লক্ষ্য করতে পারে ঃ বাংলাদেশের এক রাজনৈতিক নেতা বহু মানুষের মাহফিলে রাজনৈতিক

বক্তব্য প্রদান করছেন এমন মুহূর্তে বলে উঠেন ঃ ত্রিশ কোটি শহীদের রক্তের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে, সভা মঞ্চে উপবিষ্ট লোকদের নিকট থেকে ইঙ্গিত আসে, ত্রিশ কোটি নয়, ত্রিশ লক্ষ বলুন, তখন উপস্থিত জনগণ এটাও শুনেন, এমন মুহূর্তে নেতা বলে উঠেন ঃ কয়সি কয়সি (যা বলার বলেছি, পাল্টাতে পারব না)।

প্রশ্ন ঃ এবার সত্য জানার পরও যদি কেউ বলে ঃ আমি এ বিষয়ে পড়বনা, শুনবনা, মানবনা যা করছিলাম, যেরূপ ছিলাম তাই থাকব ও তাই করব ?

উত্তর ঃ তাহলে তার ঐ দু'আ করা উচিৎ যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোন এক লোক এই দু'আ করেছিলো, রব্বুল আলামীন তাঁর মহাগ্রন্থ আলকুরআনে এসকল লোকের জন্য আয়াত হিসেবে প্রদান করেছেন। দু'আটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.

হে আল্লাহ! এটা যদি আপানার পক্ষ থেকে সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করে (আমাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিন) নতুবা আমাদের উপর কঠিন আযাব নাযিল করুন। (আনফাল/৮ ঃ ৩২)

আধুনিক মুসলিম বিশ্বে তিনজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেসের একজন এবং মুসলিম বিশ্বের গ্রান্ড মুফতী আল্লামা শায়খ ইবন বায (র)র মতামত ঃ

আল্লামা শায়খ ইব্‌ন বায (র)কে (১৩৩০-১৪২০হি./১৯১৩-১৯৯৯ খৃঃ) এই বিষয় সম্পর্কে ২৭টি প্রশ্ন করা হয়, তার উত্তর তিনি যখন প্রদান করেন, তার তারিখ উল্লেখ রয়েছে। যদিও তাঁর ফতওয়া বিপরীত মতের পাওয়া যায়, তাঁর নিম্ন ফতওয়ার তারিখ ছিল ০২ /০৯/১৪১৯ হিজরী। এর কয়েক মাস পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। নিম্নে তার প্রশ্নোত্তর দেয়া হল ঃ

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীতে একাধিক সময়ে নতুন চাঁদ দেখা দিলে জনসাধারণ কিভাবে সিয়াম পালন করবে? সৌদী আরবে চাঁদ দেখলে, দূর দূরান্তের

দেশ যেমন আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াবাসীর উপরও কি সিয়াম পালন করা ফরয হবে, যেহেতু তাদের দেশে নতুন চাঁদ সুষ্ঠভাবে দেখা যায়না ?

উত্তর ঃ সৌদী আরবের নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে তারা সিয়াম পালন করবে, একাধিক সময় উদিত হওয়ার লক্ষ্য করবেনা। যেহেতু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখাকে (এবং তার নিখুঁত সংবাদ পাওয়াকে) কেন্দ্র করে সিয়াম পালন করতে ও তা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং এর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নির্ণয় করেননি। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে, মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ না দেখা গেলে মাসের গণনা ত্রিশ করে নাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন ঃ তোমরা নতুন চাঁদ না দেখে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ না পেয়ে) সিয়াম পালন করনা অথবা গণনা পূর্ণ কর এবং নতুন চাঁদ না দেখে সিয়াম পালন থেকে বিরত থেকনা অথবা গণনা পূর্ণ কর। (নাসায়ী, হাদীস নং ২১৬২) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ একাধিক সময় উদিত হওয়ার কথা অবগত ছিলেন, তথাপি তিনি সেদিকে ইঙ্গিত করেননি। (দ্রঃ মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়াহ ১৫তম খণ্ড, সংকলনে ঃ ড.মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ, পৃষ্ঠা ৮৩)

প্রশ্ন ঃ বিশ্বের অন্য কোন মুফতী কি এ মতের অনুসারী ?

উত্তর ঃ মুসলিম বিশ্বের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় জামে আযহার এর মুফতী ও ইমামের মতামত ঃ

একই দিন সিয়াম পালন ও একই দিন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকা মুসলিম মিল্লাতের ইজমা/ইত্তেফাক হওয়া শরীয়তের কাম্য এবং কিভাবে হবে তার ব্যাখ্যা।

প্রশ্ন ঃ মুসলিম বিশ্বের সর্বপ্রাচীন বিদ্যাপিঠ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমাম মুসলিম বিশ্বে রামাযানুল মুবারাকের প্রথম তারিখকে কেন্দ্র করে মুসলিম মিল্লাতের ইত্তেফাকের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আর এটা প্রতিষ্ঠার জন্য ওলামায়ে কিরামের ইত্তেফাক কামনা করেন। এটা প্রতিষ্ঠা করা ও তার সম্ভাবনা কতটুকু তা জানানোর জন্য জনাব আল্লামা শায়খ আব্দুল আযীয ইব্‌ন বায এর নিকট সবিনয় অনুরোধ করছি। টিকা ঃ ২৪/৯/১৪০৭ হিজরী তারিখে 'দৈনিক আল-জাযীরা' তায়েফ থেকে প্রকাশিত।

উত্তর ঃ একই দিন সিয়াম পালন ও একই দিন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকা মুসলিম মিল্লাতের ইত্তেফাক হওয়া খুবই উত্তম কাজ ও সকলের নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আর এটাই শরীয়তের উদ্দেশ্য। তবে তা সম্ভব হবে যদি দু'টি কাজ সমাধা করা যায় ঃ

প্রথমতঃ ওলামায়ে ইসলাম যদি সৌর ক্যালেন্ডারের উপর নির্ভর করা পরিহার করে, যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতিল করেছিলেন এবং মুসলিম মিল্লাতের সকল আলেম করেছিলেন। তারা সবাই চাঁদ দেখে অথবা সংখ্যা ত্রিশ পূর্ণ করেছেন যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন তায়মিয়া (র) তাঁর ফাতওয়ার ২৫তম খণ্ডের ১৩২-১৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ঃ মুসলিম মিল্লাতের সকল আলেম এ কথার উপর এক মত যে, সিয়াম পালন করা ও সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকা এবং অনুরূপ ব্যাপারে সৌর ক্যালেন্ডারে উপর নির্ভর করা জায়েয নয়। তেমনি সহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইব্‌ন হাজার (র) তার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডের ১২৭ পৃষ্ঠায় আলবাজী থেকে বর্ণনা করেন ঃ মুসলিম মিল্লাতের ইত্তেফাক (এক মত) যে, তারা আরবী মাস গণনায় সৌর ক্যালেন্ডারের

উপর নির্ভর করেননি। তাই তাদের এই ইত্তেফাকই পরবর্তী মুসলিমদের জন্য দলীলস্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী যে কোন দেশেই প্রথম নতুন চাঁদ দেখা দিবে তাতে বর্তমান মাসের বিদায় ও অন্য মাসের আগমনকে প্রতিটি ইসলামী দেশ নির্দ্বিধায় প্রথম তারিখ হিসেবে মেনে নিবে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী অনুযায়ী ঃ

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. صحيح البخاري وعن صحيح مسلم عن أبي هريرة.

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে। মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ না দেখা গেলে মাসের গণনা ত্রিশ করে নাও। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরও বাণী ঃ

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا *وأشار بيده ثلاث مرات وعقد إبهامه في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه كلها . البخاري

আমরা নিরক্ষর জাতি, আমরা লিখিওনা, হিসাবও করিনা, মাসের গণনা "এই, এই, এই।" দু' হাত তিনবার ইঙ্গিত করেন, তবে তৃতীয়বার বৃদ্ধাঙ্গুলিটি গুটিয়ে রাখেন। (আবার তিনি বলেন ঃ) "মাসের গণনা এই, এই, এই।" এবার সব আঙ্গুলগুলো দিয়ে ইঙ্গিত করেন। অর্থাৎ মাসের গণনা ঊনত্রিশ দিনে হয় এবং ত্রিশ দিনেও হয়। এই হাদীসগুলো ইব্ন উমার (রাঃ), আবূ হুরায়রা (রাঃ), হুযায়ফা (রাঃ)সহ আরও অনেক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। সর্বজন স্বীকৃত কথা হচ্ছে ঃ "সম্বোধন" মাদীনাবাসীর

জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং কিয়ামাত পর্যন্ত সকল যুগের সকল দেশের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। উল্লিখিত দু'টি বিষয় সাব্যস্ত করা সম্ভব হলে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য একই দিন সিয়াম পালন করা এবং একই দিন সিয়াম থেকে বিরত থাকা সম্ভব। আমি মহান আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনাই করি, তিনি যেন এই কাজের তাওফীক দান করেন ও লোকদেরকে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী সকল আইন পালন করার তাওফীক দেন এবং ইসলামী শরীয়ত বিরোধী সকল আইন পরিত্যাগ করার তাওফীক দান করেন।

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

তোমার রব্বের শপথ! তারা মু'মিন হতে পারবেনা যতক্ষণ না তারা তোমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নিবে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের বিষয়ে, অতঃপর তোমার ফায়সালাকৃত বিষয়ে সামান্যতম দ্বিধাও থাকবে না এবং তারা কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নিবে। (সূরা নিসা-৬৫)। একাধিক আয়াত এসেছে। মুসলিম মিল্লাতের সার্বিক কার্যকলাপ, তাদের কল্যাণমূলক কাজ, তাদের নাজাত, তাদের ইত্তেফাক-ঐক্য, তাদের শত্রুর উপর তাদের বিজয়, দুনিয়া ও আখিরাতে সকল অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর সফলতা দান করবে। আমরা আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাদের অন্তরে সার্বিক প্রশস্ততা ও সাহায্য দান করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বাধিক নিকটতম অবস্থায় সবকিছু শোনেন।

(দ্রঃ মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়াহ ১৫তম খণ্ড,সংকলনে ঃ ড. মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ, পৃষ্ঠা ৭৪-৭৬।)

আধুনিক মুসলিম বিশ্বে তিনজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেসের একজন মুহাম্মাদ ইবন সলেহ আল উসায়মীন (র)র মতামত ঃ

সৌদী আরবের প্রখ্যাত গ্রন্থকার ও খ্যাতনামা মুফতী মুহাম্মাদ ইবন সলেহ আল উসায়মীন (১৩৪৭-১৪২১হিঃ/১৯২৭-২০০১ খৃঃ) তার 'মাজালিসে

শাহরি রামাযান' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন ঃ "আর যখন রামাযান মাসের আগমন শরয়ীভাবে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হল তখন সেক্ষেত্রে চাঁদ উদয়ের বিভিন্নতা বা চাঁদের বিভিন্ন স্থানের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালন করার হুকুম চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, চাঁদ উদয়ের বিভিন্ন মঞ্জিলের সাথে সম্পর্ক নয়।"

ঐ অধ্যায়ে তিনি আরও বলেছেন ঃ "প্রত্যেক ব্যক্তির চাঁদ দেখা শর্ত নয়, বরং যখন এমন ব্যক্তি রামাযান মাসের আগমনের সংবাদ দেয় যার কথা গ্রহণযোগ্য তখন সকলের উপর সিয়াম পালন করা আবশ্যক হয়ে যায়।" পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় চাঁদ উদিত হওয়ার কারণে তারিখের রদবদল হবেনা। বরং তা নতুন চাঁদের প্রথম তারিখ হিসাবে গণ্য হবে। তাই তাঁর আদর্শ সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। (ইরয়ায়ূল গালীল, ৯০২ পৃষ্ঠা)

দূরালাপনীর মাধ্যমে বর্তমানে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে চাঁদ উদয় হলে চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া কিংবা জ্ঞানে আসা খুবই সহজ। চাঁদ দেখার জন্য দূরবীন ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়; তবে ব্যবহার আবশ্যকও নয়। কারণ হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা আমরা অবগত হই যে, স্বাভাবিক দৃষ্টির উপর ভরসা করাই যথেষ্ট। (ইব্ন উসায়মীন, মাজমুউ ফাতওয়া ১৯/৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)

মুসলিম বিশ্বের স্বনাম ধন্য চার ইমাম ঃ ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম শাফেয়ী (র) ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র)র মতামত ঃ

"উম্মাতের অধিকাংশ ফকীহ'র মত হল, পৃথিবীর কোন দেশের নতুন চাঁদ দর্শন সমস্ত ইসলামী বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। এজন্যে কোন দেশ বা শহরে চাঁদের প্রথম তারিখ হলে, অন্য দেশে যদি তার পরের দিন চাঁদ দেখা দেয়– তাহলে শেষোক্ত দেশবাসী প্রথম সিয়ামটির কাযা আদায় করবে। এই মাস্আলায় ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও

ইমাম আহমাদ একমত।" (ইমাম মুনযিরী, মুখতাসার সুনানু আবূ দাউদ ৩/২২০ পৃঃ)

আধুনিক মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ ইমাম সাবূনী (র)র মতামত ঃ

সৌদী আরবের সুবিখ্যাত ইমাম সাবূনী (র) তাঁর রিসালাহ 'আস-সিয়াম'-এ লিখেছেন ঃ

"এটা একটা অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা, চাঁদ বিভিন্ন সময় উদিত হওয়ার ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য কি না? কেননা, এই মাস্‌আলাটি ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন- রামাযান, হাজ্জ প্রভৃতি চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ ফকীহদের মত হল, চাঁদের বিভিন্ন সময় উদিত হওয়ার ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। মালেকী, হাম্বলী ও হানাফীদের মত হল, পৃথিবীর কোন দেশ ও শহরের নতুন চাঁদ দর্শন সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। এর দলিল হল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীস, صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته তোমরা যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন আরম্ভ করবে, আবার যখন নতুন চাঁদ দেখবে (বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার নিখুঁত সংবাদ পাবে) তখন সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থাকবে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমস্ত মুসলিমকে সম্বোধন করেছেন। এই সম্বোধন সিরিয়া, মদীনা বা মিসরবাসীর জন্য সুনির্দিষ্ট নয়। যেভাবে সমস্ত মুসলিমের আরাফা একটি দিনেই হয়, সেভাবে কুরবানীর ঈদও একই দিনেই হতে হবে।"

অতঃপর ইমাম সাবূনী (র) লিখেছেন : "নিকটবর্তী অতীতের তুর্কী খেলাফতের সময় সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মুসলিম একই দিনে সিয়াম শুরু করতেন এবং একই দিনে ঈদ করতেন। তারা আজকের মুসলিমদের থেকে তেজস্বী মুসলিম ছিলেন। যদি উসমানী খিলাফতের সময় এ ধরনের

মুসলিম ঐক্যের নিদর্শন উপস্থাপিত হয়ে থাকে, তবে এখন কেন তা অনুপস্থিত? আজকে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব নিজ নিজ দেশ ও জাতীয় সরকারের ভিত্তিতে উক্ত ঐক্যের আদর্শ কেন উপস্থাপন করছে না? অথচ এখন সংবাদ পৌছানোর মাধ্যম তৎকালীন সময়ের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগামী (বরং তাৎক্ষণিক)।"

উল্লেখ্য যে, উসমানী খেলাফত হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল। যদি তারা এই মাস্আলার উপর আমল করতে পারে– তবে আজ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যেখানে অধিকাংশ লোকই হানাফী তারা কেন তা পারবে না? ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ রয়েছে যে, হানাফী মাযহাবের জাহেরী মত হল, নতুন চাঁদের (উদয়স্থলের) ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য। এই মাযহাব অনুযায়ী পশ্চিমাঞ্চলের সংবাদ পূর্বাঞ্চলে এবং পূর্বাঞ্চলের সংবাদ পশ্চিমাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য।

ইমাম সাবূনী (রহ) 'সিয়াম' সম্পর্কিত রিসালাতে (পৃঃ ৩৪) লিখেছেন : "বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের যতগুলো রাষ্ট্র আছে ঐ রাষ্ট্রগুলোর এক দিকের শেষাংশ থেকে অপর দিকের শেষ সীমানার চাঁদের বিভিন্ন সময় উদিত হওয়ার পার্থক্য মাত্র ৯ ঘণ্টা। অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই রামাযানের প্রথম রাতটির কোন না কোন অংশ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকে। সুতরাং কোন মুসলিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে মুসলিম বিশ্বই সুবহে সাদিকের পূর্বে সিয়াম পালনের সূচনা করে ঐক্যবদ্ধ উম্মাতের আদর্শ উপস্থাপন করতে পারে।" ইমাম সাবূনী (র)র কথা এখানেই শেষ।

প্রশ্ন ঃ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা রব্বুল আলামীন তাঁর পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন তাঁর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকেই তাঁর নিকট মাসের গণনা বারোটি, এখন পৃথিবীব্যাপী যদি একই তারিখ নির্ধারণ করতে না পারেন তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন তারিখ হলে সংশয় দেখা দিবে এটা আল্লাহর কোন মাসের কোন তারিখ ? পৃথিবীব্যাপী সূর্যের হিসাবে তারিখ তো একই হয় চন্দ্রের ব্যাপারে হবে না কেন ?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ.

আল্লাহর নিকট তাঁর কুরআনে মাসসমূহের সংখ্যা বারো (চন্দ্র), আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই, এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। (সূরা তাওবা/৯ ঃ ৩৬)

হারাম বা সম্মানিত মাসগুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চন্দ্র মাসের হিসাব জরুরী ঃ পৃথিবীব্যাপী নতুন চন্দ্র মাসের প্রথম তারিখ নির্ধারণে ঐক্য নাহলে মুসলিম অমুসলিমকে হত্যা করবে বা অমুসলিম মুসলিমকে হত্যা করবে এবং প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, আমাদের হিসাব অনুযায়ী হারাম মাসের তারিখ পড়েনি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ. وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِه والْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِه مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ. وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

"লোকেরা আপনাকে হারাম মাসে (রজব, যিলক্বা'দা, যিলহাজ্জা ও মুহাররম) যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলুন : তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দেয়া, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদে হারামে (প্রবেশে) বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাদের সেখান হতে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। আর 'ফিতনা' হত্যার চেয়ে বড় অন্যায়।" [সূরা বাকারা/২ ঃ ২১৭ আয়াত]

আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর যুগে একদল মুসলিম সৈন্যের হাতে কাফেরদের একজন নিহত হয় এবং কয়েকজন বন্দি হয়। মুসলিমগণ এটা জানতো না যে, রজব মাস

শুরু হয়ে গেছে। (অর্থাৎ রজব মাসের নতুন চাঁদ উদয় হয়েছে)। তখন কাফেরেরা মুসলিমদের প্রতি এই অভিযোগ দিতে থাকল যে, দেখ সম্মানিত মাসের সম্মানের প্রতি তারা গুরুত্ব দেয় না। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হয়।"

সুস্পষ্ট হল, মুসলিম সৈন্যগণ ভুল গণনা বা চাঁদ না দেখতে পেলেও মাস গণনার ধারাবাহিকতা স্বাভাবিক হিসাবেই গণ্য হয়। সাথে সাথে মুসলিমদের ভুলেরও স্বীকার করা হয়। যদিও এর পূর্বে মুসলিমদের প্রতি কাফেরদের অন্যায় ব্যবহার ছিল অনেক বেশী গুরুতর অপরাধ (আয়াতের শেষাংশের দাবী অনুযায়ী)।

এক্ষণে বর্তমান যুগে নতুন চাঁদের প্রথম তারিখ গণনার হিসাব বিশ্বব্যাপী এক না হলে অনুরূপ ভুল বুঝাবুঝির সমাধান কিভাবে হবে? অথচ এখন সর্বাধুনিক দ্রুতগামী যুদ্ধাস্ত্র ও বিমানের ব্যবহার হচ্ছে। তাহলে কি এক অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য আক্রমণ জায়েয হবে, আর অন্য অঞ্চলের জন্য হারাম হবে? সুতরাং এ আয়াতের দাবীও এটাই যে, বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের মধ্যে চাঁদের হিসাব একটিই হতে হবে। অন্যথায় আমীরুল মু'মিনীন বা খলীফাতুল মুসলিমীনের জন্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী হাজ্জ এবং জিহাদ সংক্রান্ত নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হবে। কেননা ক্ষেত্র বিশেষে চাঁদ দর্শনে অঞ্চলভিত্তিক ২ (দুই) দিনেরও ব্যবধান হতে দেখা গেছে।

প্রশ্ন ঃ এই মাস্‌আলায় পৃথিবীব্যাপী হানাফী মাযহাবের লোকেরা একমত, যদিও ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে আমল নেই, কিন্তু যারা নিজেদেরকে সালাফী বা আহলে হাদীস বলেন তাদের এদেশীও কোনো ইমাম কি এরূপ মতামত প্রদান করেছেন ?

উত্তর ঃ হাঁ অবশ্যই, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইংরেজিতে সংবিধান রচনাকারী, সাপ্তাহিক "আরাফাত"-এর প্রতিষ্ঠাতা

সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (র) এই মাস্‌আলায় সমাধান দিয়ে গেছেন ঃ

কুরয়াব মওলা ইবনে আব্বাস–শামে আমীর মুআবিয়ার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, আমি শুক্রবারের সন্ধ্যায় রামাযানের হিলাল দর্শন করি এবং মাসের শেষভাগে মদীনায় ফিরিয়া আসি। ইবনে আব্বাস আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন দিন চন্দ্র দর্শন করিয়াছ? আমি বলিলাম, শুক্রবারের রাত্রিতে। তিনি বলিলেন- তুমি নিজেই দেখিয়াছ? আমি বলিলাম হাঁ! সকলেই দর্শন করিয়াছে এবং রোযা রাখিয়াছে এবং মুআবিয়াও রোযা রাখিয়াছেন। ইবনে আব্বাস বলিলেন কিন্তু আমরা শনিবারের সন্ধ্যায় হিলাল দর্শন করিয়াছি, অতএব ত্রিশটি সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত অথবা ঈদের চাঁদ না দেখা পর্যন্ত আমরা রোযা রাখিতে থাকিব। আমি বলিলাম মুআবিয়ার রূয়ত ও সিয়াম কি যথেষ্ট নয়? তিনি বলিলেন, না। আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এরূপ আদেশ করিয়াছেন। (ফতহুর রব্বানী (৯) ২৭০ পৃঃ)

রাসূলুল্লাহ (দ:) কি আদেশ করিয়াছেন, ইবনে আব্বাস তাহা উল্লেখ করেন নাই, রাসূলুল্লাহর (দ:) আদেশের যে তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি কেবল তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং এক প্রদেশের রূয়ত অন্য প্রদেশের জন্য প্রযোজ্য না হওয়া হযরত ইবনে আব্বাসের নিজস্ব ইজতিহাদ মাত্র। রাসূলুল্লাহর (দ:) নির্দেশ ইমাম আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযী প্রভৃতি ইবনে উমর ও আবু হুরায়রার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন ঃ

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية : إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.

হিলাল দর্শন করার পর রোযা রাখিবে আর উহা দর্শন করিয়া ইফতার করিবে, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, তাহা হইলে দিন গণনা করিবে। অন্য রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে

ত্রিশের সংখ্যা পূর্ণ করিবে। [বুখারী (১) ২১৫, মুসলিম (১) ৩৪৭, তিরমিযী (২) ৩৪ পৃঃ]

রাসূলুল্লাহর (দঃ) এই আদেশ ব্যাপক, কোন অঞ্চল বা ভূভাগকে তাঁর আদেশে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই সুতরাং একস্থানের রূয়ত দ্বারা সকল স্থানে বিধান উহার বলবৎ করার আদেশ অধিকতর স্পষ্ট এবং নস্সের ব্যাপক আদেশকে ইবনে আব্বাসের ইজতিহাদ সীমাবদ্ধ করিতে সক্ষম নয়। বুখারী ও মুসলিমের উল্লিখিত হাদীস প্রসঙ্গে ইমাম শওকানী লিখিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহর (দঃ) আদেশ আঞ্চলিক বিভিন্নতার জন্য পৃথক পৃথক হয় নাই, সকল মুসলমান উক্ত আদেশে সম্বোধিত হইয়াছেন, সুতরাং এক নগরের রূয়ত অন্য নগরের প্রতি প্রযোজ্য হইবার ব্যবস্থা– না হইবার ব্যবস্থা অপেক্ষা সুস্পষ্ট। কারণ এক শহরের মুসলমানের চন্দ্র দর্শন সকল মুসলমানের দর্শনের অনুরূপ, সুতরাং সেই শহরের মুসলমানগণের উপর যাহা প্রযোজ্য হইবে, অপর স্থানের মুসলমানদের উপরও তাহা বলবৎ হইবে। (নয়লুল আওতার (৪) ১৬৬ পৃঃ)

তারপর এক শহরের রূয়ত অন্য শহরের জন্য অনুসরণীয় না হওয়াই যদি ইবনে আব্বাসের ইঙ্গিতকৃত হাদীসের তাৎপর্য হয়, তাহা হইলে দূরত্বের পরিমাণ এবং মত্লার পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে উহাতে কোন উল্লেখ নাই। আবার ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, শাম ও মদীনার দূরত্ব এত দূর নয় যাহাতে মত্লার পার্থক্য ঘটিতে পারে, সুতরাং ইবনে আব্বাসের শামের রূয়ত অস্বীকার করার হেতুবাদ তাঁহার ইজতিহাদ মাত্র এবং কোন সাহাবীর ইজাতিহাদ শরয়ী দলীল নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (দঃ) বাচনিক এমন কোন হাদীস রেওয়ায়ত করেন নাই, যদ্দারা আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারি যে, উহা হযরতের ব্যাপক আদেশকে সীমাবদ্ধ করিতে পারি কি না। সর্বশেষ কথা এই যে, ইবনে আব্বাসের ইজতিহাদকে রাসূলুল্লাহ (দঃ) ব্যাপক আদেশের সংকোচক বলিয়া মানিয়া লইলে বেশীর বেশী এইটুকু সাব্যস্ত হইতে পারে যে, মদীনা হইতে

দামেশকের দূরত্ব যতখানি ততখানি দূরত্বে অবস্থিত কোন শহরের রূয়ত অন্য শহরের উপর প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ইবনে আব্বাসের ইজতিহাদকে মরফু হাদীসের সংকোচক স্বীকার করার উপায় নাই।

ইমাম কুরতুবী তাঁহার উস্তাদগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, এক নগরের অধিবাসীরা হিলাল দর্শন করিলে সকল প্রদেশের অধিবাসীগণের জন্য উহা অনুসরণীয় হইবে ইহাই ইমাম আবু হানীফা, মালিক এবং আহমদের সিদ্ধান্ত। (গায়াতুল আমানী (৯) ২৭২ পৃঃ)

রাসূলুল্লাহর (দঃ) স্পষ্ট নির্দেশের সহিত এই সিদ্ধান্তই সুসামঞ্জস্য এবং আমরা ইহাকেই অনুসরণযোগ্য মনে করি।

প্রশ্ন ঃ ফোন, মোবাইল, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ পেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা ? এ ব্যাপারে আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (র)র মতামত কি ?

উত্তর ঃ রেডিও ও টেলিগ্রামের সংবাদ ইসলামী হুকুমতের মধ্যস্থতার বিতরিত হইলে উহা অবিশ্বাস করার কোন শর‌য়ী বা যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার আবশ্যক কার্যাবলী রেডিও ও টেলিগ্রামের সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং 'উরফে আম' অনুসারে ওগুলো হস্তলিখিত পত্রের সংবাদের অনুরূপ বিবেচিত হইবে। অবশ্য রেডিও বা টেলিগ্রামের যে সংবাদ অমুসলমান কর্তৃক পরিবেশিত হইবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সিয়াম বা ইফতার পালন করা চলিবে না, কারণ এ সম্পর্কে শরীয়তে কেবল মুসলমানের রূয়ত ও সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করা হইয়াছে। (তর্জুমানুল হাদীস, দ্বিতীয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, রামাযান, ১৩৭০ হিঃ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, ১৩৫৮ বাং) এই মাস্‌আলাটি ফাতাওয়া ও মাসায়েল পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে। বইটির প্রকাশক ঃ অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ আব্দুল বারী (র) -সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। দ্বিতীয় সংস্করণ, জিলহাজ্জ ঃ ১৪২০ হিঃ, চৈত্র ঃ ১৪০৬ বাংলা, এপ্রিল ঃ ২০০০ ইং।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীর কোন আলেম যদি এমন কোন আমল করেন আর এর বিপরীত ফৎওয়া প্রদান করেন, এ অবস্থায় তার কোন আমলটি প্রাধান্য দেয়া সঠিক ?

উত্তর ঃ নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে "ফে'লী হাদীস" ও "কাওলী হাদীস" তথা তিনি করেছেন একটা আর নির্দেশ প্রদান করেছেন তার বিপরিত। এ সকল হাদীস তাতবীক-সমন্বয় সাধনে পৃথিবীর সকল ইমাম নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের "কাওলী হাদীস"--- "বাচনিক" মূলক হাদীসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ পৃথিবীব্যাপী চন্দ্র মাসের তারিখ একই নাহলে কি কোনো অসুবিধা হতে পারে ?

উত্তর ঃ কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল তাতে এটা স্পষ্ট হল যে, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে তথা একই তারিখে সিয়াম আরম্ভ করতে হবে, একই তারিখে লাইলাতুল কদ্‌র পালন করতে হবে, একই তারিখে ঈদ পালন করতে হবে। তা নাহলে যে সমস্ত সমস্যাবলী দেখা দেয় তা নিম্নরূপ ঃ

১। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দুই দিন পর সিয়াম শুরু করলে আমাদের দেশে যখন ২৯ রামাযান তখন তাদের দেশের রামাযান গত হয়ে যাবে; আবার তাদের দেশে যখন ২১ রামাযান তখন আমাদের দেশে ১৯ রামাযান। অপর দিকে তাদের এক দিন পর সিয়াম পালন শুরু করলে তাদের বেজোড় রাত আমাদের থেকে ভিন্ন হবে। তাহলে কোন্ দেশের বেজোড় রাত লাইলাতুল কদরের রাত বলে সাব্যস্ত হবে ? প্রত্যেক দেশের লোক বলবে আমাদের গণনা অনুযায়ী লাইলাতুল কদর এই তারিখে হবে। তখন কিভাবে সমাধান প্রদান করবেন ? তাছাড়া সংশয়ে পড়ে যদি আপনার ঐ রাতটি ছুটে যায় তাহলে আপনি কত বড় দুর্ভাগ্য তা কি লক্ষ্য করেছেন ? এক মাসের কর্মফল হাজার মাসের চেয়েও বেশী। আপনি হাজার মাস বঁচবেন কিনা চিন্তা করে দেখুন ?

২। সমগ্র পৃথিবীতে যেদিন ১ শাওয়াল হিসাবে ঈদ পালন করা হয় সেদিন আমরা ২৯ অথবা ৩০ রামাযানের সিয়াম পালন করি। অথচ সর্বসম্মতভাবে ঈদের দিন সিয়াম পালন করা হারাম। জেনে শুনে ঐদিন সিয়াম পালন করা জায়েয মনে করলে ফাতওয়া অনুযায়ী তার ঈমান থাকবেনা, কারণ সে হারামকে হালাল মনে করছে।

৩। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যুল-হিজ্জা মাসের ৯ আরাফার দিন ফজরের সময় থেকে তাকবীর বলা/পাঠ করা শুরু করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে উক্ত তাকবীর বলা শুরু হয় এখানকার স্থানীয় তারিখ ৯ যুল-হিজ্জা থেকে, যেদিন সমস্ত পৃথিবীতে ১০ কিংবা ১১ যুল-হিজ্জা । ফলে ঐদিনটি আরাফার দিনতো নয়ই, বরং আরাফার দিনের পরের দিন অথবা তারও পরের দিন। এর ফল দাঁড়ালো এই যে, স্থানীয় তারিখ অনুসরণের কারণে আমাদের পাঁচ অথবা দশ ওয়াক্তের ওয়াজিব তাকবীর ছুটে যাচ্ছে এবং শেষের দিকে এমন তারিখে তাকবীর বলা হচ্ছে যখন ঐ 'আমল করার আর ওয়াজিবাত থাকছেনা।

৪। এ দেশে অনেকে স্থানীয় ১১ কিংবা ১২ যুল-হিজ্জা তারিখে কুরবানী করে থাকেন। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সারা বিশ্বে তখন ১৩ কিংবা ১৪ যুল-হিজ্জা। ফলে এ দেশের লোকের অন্তত এক দিনের কুরবানী করা বিফলে গেল। কারণ কুরবানী করার সময় হল ১০ থেকে ১৩ যুল-হিজ্জা পর্যন্ত।

৫। সহীহ হাদীস অনুযায়ী ৯ যুল-হিজ্জা আরাফার দিন সিয়াম পালন করতে হবে এবং ১০ যুল-হিজ্জা থেকে কুরবানী শুরু হবে। কিন্তু আমরা যদি এ দেশের চাঁদ দেখা অনুযায়ী ৯ যুল-হিজ্জা সিয়াম পালন করি এবং এর পরদিন থেকে কুরবানী করি তাহলে যেমন পূর্বের এক বছর এবং পরের এক বছর মোট দুই বছরের পাপ ক্ষমা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, তেমনি কুরবানী তথা ঈদের দিন সিয়াম পালন করা হারাম হওয়া জেনেও ঐদিন সিয়াম পালন করে হারামে লিপ্ত হচ্ছি।

৬। আল্লাহর হুকুমে মূসা (আ) যখন তাঁর জাতিকে নিয়ে ফেরআউনের রাজত্ব থেকে উদ্ধার করে পলায়ন করছিলেন, আর ফেরআউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের ধাওয়া করে এমন এক স্থানে এসে পরস্পরকে দেখতে পায়, মূসা (আ) ও তাঁর জাতির সামনে সমুদ্র-পলানোর কোন উপায় নেই এবং পিছনে ফেরআউন ও তার সেনাবাহিনী হত্যার জন্য ধাওয়া করে আসছে। আল কুরআনই প্রমাণ ঃ

فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحَابُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ. قَالَ كَلاَّ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ. فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ. وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَه اَجْمَعِيْنَ. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ.

অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখলো তখন মূসা (আ)র সঙ্গীরা বললো, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মূসা (আ) বললো ঃ কখনই না! আমার সঙ্গে আমার রব্ব রয়েছেন, অতিসত্বর তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করবেন। অতঃপর আমি মূসা (আ)র প্রতি ওহী কললাম ঃ তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর,ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সাদৃশ্য হয়ে গেল। আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে। আর আমি উদ্ধার করলাম মূসা (আ) ও তার সঙ্গী সকলকে। তৎপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। (শুআরা/২৬ ঃ ৬১-৬৬)

রব্বুল আলামীন মূসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে ফেরআউন ও তার সেনাবাহিনীর হামলা এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরআউন ও তার বাহিনীকে নিমজ্জিত করে চিরতরে দুনিয়া ও আখেরাতের আযাবে নিক্ষেপ করলেন। এর তারিখটা ছিল দশই মুহাররম।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় এলেন এবং তিনি ইয়াহুদীদেরকে আশুরার দিন সিয়াম পালন করতে দেখতে পেলেন। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার পর তারা বলল, এ সেদিন যেদিন আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মূসা (আ)কে বানী ইসরাঈলসহ ফেরআউনের উপর বিজয় দান করেছেন। তাঁর সম্মানার্থে আমরা সিয়াম পালন করে থাকি। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমরা তোমাদের চেয়েও মূসা (আ)র অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি এদিনে সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিলেন। সহীহ মুসলিম-তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৫২-ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মানুষ, মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন। সেখানকার দূরত্ব ছিল প্রায় সোয়া চারশত কিলোমিটার। তাছাড়া এই ঘটনাটি ঘটে মিসরে। মক্কা ও মদীনা এশিয়ায়। আর মিসর আফ্রিকায়। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারিখ নিয়ে ঝগড়া করেননি। বরং সে তারিখেই সিয়াম পালন করেছেন। তাই আপনি এখন দশই মুহাররম আশুরার সিয়াম কোন তারিখে আদায় করবেন? যদি আরবদের নতুন চাঁদ দেখার তারিখ থেকে সিয়াম পালন করেন তবে আশুরাই হবে। আর যদি বাংলাদেশের নতুন চাঁদ দেখা অনুযায়ী সিয়াম পালন করেন তাহলে "আশুরা" আশুরা থাকবে না। বরং চাঁদের এগার বা বারো তারিখ হবে। আর আরবীতে তাকে বলে "আলহাদী আশার বা আস সানী আশার"।

এবার নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, লাইলাতুল কদ্‌র পেতে হলে পৃথিবীতে যেদিন নতুন চাঁদ দেখা দিবে সেদিনকেই প্রথম তারিখ হিসাবে মেনে নিতে হবে। নতুবা আপনার ভাগ্যে লাইলাতুল কাদর জুটবে না। সঠিক সময়ে/দিনে সিয়াম পালন করা হলে লাইলাতুল কদ্‌র ঈদ, কুরবানী ও মুহাররামের সিয়াম সবকিছু সঠিকভাবে পালন করা সহজতর হবে এবং সমগ্র মুসলিমের মাঝে থাকবেনা কোন বিচ্ছিন্নতা-বিভেদ।

৭। বাংলাদেশে যে তারিখে নতুন চাঁদ দেখা হয় সে অনুযায়ী চাঁদের হিসাব করলে বারো তারিখে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পাওয়া যাবে। যা হওয়ার কথা ছিল ১৪ তারিখে। তারপর মাসের চাঁদ ২৬/২৭ তারিখেই বাংলাদেশের

আকাশে দেখতে পাওয়া যাবেনা। চাঁদ তো আকাশে ২৮ তারিখ পর্যন্ত দেখা দেয়ার কথা। আর দু'দিন লুকায়িত থাকে। একটি মাস পরীক্ষা করে দেখুন, তারপর মন্তব্য করুন ও সিদ্ধান্ত নিন।

প্রশ্ন ঃ আর কোন বরেণ্য শায়খ/মুফতি/আলেম কি মতামত পেশ করেছেন ?

উত্তর ঃ পৃথিবীব্যাপী চন্দ্র মাসের তারিখ একই হওয়াতে ইমামগণের মতামত ঃ

১। আল্লামা কুরতুবী বলেছেন ঃ যদি নতুন চাঁদ দেখার বিষয়টি অকাট্য দলীল প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে অন্যদের নিকট পৌঁছে, তাহলে তাদের জন্য সিয়াম পালন করা ওয়াজিব। (ফাতহুল বারী ফি শারহিল বুখারী, ইব্ন হাজার আসকালানী, ৪/৯৮ পৃষ্ঠা)

২। দারুল উল্ম দেওবন্দের মুফতী আজিজুর রহমান লিখেছেন ঃ নতুন চাঁদ দেখেছে এমন ব্যক্তির সাক্ষী যদি বিশ্বাসযোগ্য হয় অথবা অন্য শহরের শরয়ী কাযী ও আলেমের এ বিষয়ক নির্দেশ যদি সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয়ে পৌঁছে তাহলে ঐ সাক্ষী গ্রহণযোগ্য। এর ভিত্তিতে সিয়াম পালন করা ওয়াজিব। নতুন চাঁদ উদয়ের বিভিন্নতা হানাফীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। পাশ্চাত্যে যদি নতুন চাঁদ দেখা যায় এবং সম্মত উপায়ে যদি এই সংবাদ প্রাচ্যে পৌঁছে তাহলে প্রাচ্যবাসীরও সিয়াম ত্যাগ করে ঈদ পালন করা ওয়াজিব হবে। পাশ্চাত্যের চাঁদ দেখাই প্রাচ্যবাসীর জন্য যথেষ্ট। (ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ১/৪২২, ৩/৪৯ ও ৬/৩৬৪ পৃষ্ঠা)

৩। নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ যত দূরে পৌঁছবে ততদূর পর্যন্ত সিয়াম পালনের আওতাভুক্ত হবে। (ফাতওয়ায়ে ইব্ন তাইমিয়া, ২৫/১০৭ পৃষ্ঠা)

৪। নতুন চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। পশ্চিম প্রান্তের লোকদের দেখা অনুযায়ী পূর্ব প্রান্তের লোকদের উপর হুকুম বর্তাবে, যেহেতু মু'তাবার, রাজেহ, মুফতাবিহি ও স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের মাযহাবী অনুসারীদের বিতর্কের কোন সুযোগ নেই। জাহেরী মাযহাব

অনুযায়ী নতুন চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। (দুররুল মুখতার, ২/১০৪ পৃষ্ঠা)

৫ যদি পৃথিবীর কোন একটি শহরে নতুন চাঁদ উদিত হওয়া প্রমাণিত হয় তাহলে সকল মুসলিমের জন্য সিয়াম শুরু করা ওয়াজিব। পাশ্চাত্যবাসীর নতুন চাঁদ দেখা অনুযায়ী প্রাচ্যবাসীর জন্য সিয়াম শুরু করা অবশ্য কর্তব্য। (ফাতহুল কাদীর পৃষ্ঠা ২৪৩)

৬। নতুন চাঁদ দেখার জন্য সবার জন্য প্রত্যক্ষ দর্শন শর্ত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী 'তোমরা নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু কর' হাদীসটির তাৎপর্য হল কয়েকজনের দেখাই যথেষ্ট। (উমদাতুল কারী, বদরুদ্দীন আইনী, ১০/২৭২ পৃষ্ঠা)

৭। প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের মধ্যে (ইমাম শাফিয়ীর দু'টি মতের একটি ছাড়া) সবাই একমত যে, নতুন চাঁদ দেখার মধ্যে উদয় স্থানের পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেখানেই নতুন চাঁদ দেখা যাক না কেন, যতদূর পর্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে সংবাদ পৌঁছবে শ্রবণকারীর উপর সিয়াম পালন করা ও ভঙ্গ করা ফরয। (শামী, রদ্দে মুহতার ২/৩৭৩ পৃষ্ঠা, ফাতওয়া হিন্দিয়া, মাজমুয়ায়ে ফাতওয়া)

৮ সর্বপ্রথম নতুন চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল করা ওয়াজিব, এমনকি প্রাচ্যে যদি জুমু'আর রাতে নতুন চাঁদ দেখা যায়, আর পাশ্চাত্যে শনিবার রাতে চাঁদ দেখা যায় তাহলে পাশ্চাত্যবাসীদের উপর প্রাচ্যের চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। (ফাতওয়ায়ে শামী, ২/৯৬, ২/৩৯৩ পৃষ্ঠা)

৯। স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী নতুন চাঁদ উদয়ের স্থানের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। কাজী খান গ্রন্থেও ঐ মত প্রকাশ করা হয়েছে। ফকীহ আবুল লাইস এ মতের উপর ফতোয়া দিয়েছেন। শামসুল আয়েম্মা হোলওয়ানিও এ মতের উপর ফতোয়া দিয়ে বলেছেন ঃ যদি পাশ্চাত্যবাসী রামাযানের নতুন চাঁদ দেখে তাতেই প্রাচ্যবাসীর উপর সিয়াম শুরু করা ওয়াজিব হবে। (ফাতওয়ায়ে আলমগিরী (ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৯৮ পৃষ্ঠা)

১০। স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী নতুন চাঁদ উদয়ের স্থানের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। (ফাতওয়ায়ে কাজী খান ১/৯৪ পৃষ্ঠা)

১১। শরীয়ত অনুযায়ী পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে নতুন চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর সিয়াম শুরু করা ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে নিকটবর্তী দেশ কিংবা দূরবর্তী দেশ বলে পার্থক্য করার কোন কারণ নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) এর মতে সাধারণভাবে নতুন চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। (ফিক্‌হ আল মাজাহাবিল আরবাআ ১/৫৫০ পৃষ্ঠা)

১২। স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীর যে কোন দেশে নতুন চাঁদ দেখা গেলে বিশ্বের সমস্ত লোকের উপর সিয়াম শুরু করা ওয়াজিব হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী 'তোমরা নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর' সার্বজনীন হওয়ার কারণে যাদের সিয়াম পালন ২৯ দিন হবে (অথচ এক দিন আগেই চাঁদ উঠার সংবাদ দেরীতে পৌঁছেছে) তাদের উপর একটি সিয়াম কাযা করা ওয়াজিব হবে। (মারাকিল ফালাহ, মুফতী নেসার আহমেদ খান, পৃষ্ঠা ৫) নতুন চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় তাহলে পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের সকল লোকের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে। (ফাতওয়ায়ে তাহতাবী পৃষ্ঠা ৫৪০)

১৪। এক শহরবাসীর নতুন চাঁদ দেখা অন্য শহরের লোকদের জন্যও প্রযোজ্য হবে, উক্ত দুই শহরের মধ্যে যত দূরত্বই হোক না কেন। এমন কি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে যদি নতুন চাঁদ দেখা যায় এবং তা গ্রহণযোগ্য পন্থায় যদি পূর্ব প্রান্তের লোকদের নিকট সেই সংবাদ পৌঁছে তাহলে তাদের উপর সেই দিনেই সিয়াম পালন ওয়াজিব হবে। ফৎওয়া আশরাফ আলী থানবী, ১১/১০৩-১০৫ ও ৯৫১ পৃষ্ঠা)

১৫। শরীয়ত অনুযায়ী এক দেশে নতুন চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে অন্য দেশের লোকের উপর সিয়াম শুরু করা ওয়াজিব হবে। পাশ্চাত্যবাসীর নতুন চাঁদ দেখা অনুযায়ী প্রাচ্যবাসীর উপরও সিয়াম শুরু করা ওয়াজিব হবে। (বাহারুর রায়েক ২/২৯০ পৃষ্ঠা)

১৬। স্পষ্ট মতামত অনুযায়ী পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে নতুন চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সবার উপর সিয়াম ও ঈদ পালন করা ওয়াজিব হবে। (নূরুল ইজাহ, পৃষ্ঠা ১২৭)

১৭। জমহুর ওলামার মতে নতুন চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়। কোন শহরে কেউ নতুন চাঁদ দেখলে সারা পৃথিবীর লোকদের সিয়াম পালন করা ওয়াজিব, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'তোমরা নতুন চাঁদ দেখে (বা নতুন চাঁদ দেখার নিখুঁত সংবাদ পেয়ে) সিয়াম পালন কর এবং নতুন চাঁদ দেখে (বা নতুন চাঁদ দেখার নিখুঁত সংবাদ পেয়ে) সিয়াম ত্যাগ কর।' তাঁর এই আদেশ মুসলিম উম্মাহর সকলের জন্য। অতএব যে কেহ চাঁদ দেখবে, সেই দেখা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬ পৃষ্ঠা)

১৮। সিয়াম পালন করা কিংবা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে নতুন চাঁদের উদয়স্থলের পার্থক্য স্পষ্ট বর্ণনা মতে গ্রহণযোগ্য নয়। পাশ্চাত্যের লোকদের নতুন চাঁদ দেখা প্রাচ্যের লোকদের জন্যও প্রযোজ্য হবে যদি সেই সংবাদ শরীয়তের নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছে। (ফাতওয়ায়ে রাশীদীয়া, মুফতী রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী, প্রশ্ন নং ২২)

১৯। হুসাইন আহমাদ মাদানী বলেছেন, 'তোমরা নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম পালন কর' এ হাদীসের ব্যাপারে ইমামত্রয় এবং জামহুর উলামার মতামত হল ঃ হাদীসের অর্থ এ নয় যে, যতক্ষণ না প্রত্যেক ব্যক্তি নতুন চাঁদ দেখবে ততক্ষণ সিয়াম পালন করবেনা, বরং এর অর্থ হল কোথাও নতুন চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সবার উপর সিয়াম পালন করা ফরয হবে। কেননা চাঁদ দেখার নির্দেশ তো সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। (তাকরীরে তিরমিযী ৫৩২ পৃষ্ঠা, মায়ারেফে মাদানিয়া ১০/১৯ পৃষ্ঠা)

২০। নতুন চাঁদ দেখার উদয়স্থলের পার্থক্য গ্রহণীয় নয়। পশ্চিমের নতুন চাঁদ পূর্বের জন্য প্রযোজ্য। স্বাভাবিকভাবেই পূর্বের নতুন চাঁদ পশ্চিমের জন্য প্রযোজ্য। যেসব দেশ উদয়ের রাতের সামান্যতম অংশেও শরীক হবে নতুন চাঁদের উদয় ঐসব দেশের জন্য প্রযোজ্য। (কুয়েতের গ্রান্ড মুফতী এবং পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুফতী)

২১। কোন একটি দেশের লোক নতুন চাঁদ দেখলে পৃথিবীর সকল দেশের লোকের প্রতি সিয়াম পালন করা ফরয হয়ে পড়ে, তা সেই দেশ নিকটের হোক অথবা দূরের হোক। আর যে নতুন চাঁদ দেখেনি সে শরীয়তের দৃষ্টিতে তারই মত যে দেখেছে, এমনকি চন্দ্রোদয়ের স্থানকাল ভিন্ন হলেও। (উমদাতুল ফিক্হ পৃষ্ঠা ৪৯, মুদনী পৃষ্ঠা ৭৯, জাদুল মুসতাকনি পৃষ্ঠা ৭৮, আল সালসাবীল ১/২০২ পৃষ্ঠা) এ ব্যাপারে আরও যারা সম্মতি প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ঃ

১। শাব্বীর আহমাদ উসমানী (মুসলিম এর ফাতহুল মুলহিম)

২। দেওবন্দের গ্রান্ড মুফতী আহমাদ আলী ও নিজাম উদ্দীন (সংরক্ষিত ৮/৬/৯২ ইং ফাতওয়া)

৩। আবুল হাসান, হাট হাজারী চট্টগ্রাম (মিশকাতের শরাহ তানজিমুল আশতাত ২/৪১ পৃষ্ঠা)

৪। শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান (বুখারীর হাশীয়া ১/২৫৬ পৃষ্ঠা),

৫। আল্লামা আবদুর রহীম (হাদীস শরীফ ২/৩৩১ পৃষ্ঠা),

৬। সূফী নেসার আহমেদ (তরীকুল ইসলাম, ২/১৮৮ পৃষ্ঠা,

৭। মুফতী আবূ জাফর সিদ্দীকী ফুরফুরী (সংরক্ষিত ১২/১১/৭৯ ইং দস্তখতকৃত কপি)

৮। মুফতী আহমাদ ইয়ার খান (ফাতওয়ায়ে নাঈমিয়া, পৃষ্ঠা ১৭৩; মারাতুল মানাজিহ ২/১৪৩ পৃষ্ঠা)

৯। হাকীম আমজাদ আলী (লতিফে বাহারে শারীয়া ৫/১০৯ পৃষ্ঠা)

১০। শারহুল জুরকানী ২/১৯২ পৃষ্ঠা

১১। শারহুস সাগীর ২/৪ পৃষ্ঠা

১২। ফাতহুর রাহীম ১/১৩০ পৃষ্ঠা

১৩। উমদাতুল ফিক্হ ৪৯ ও ৭৯ পৃষ্ঠা

১৪। কানযুল দারায়িক ২/২৭০ পৃষ্ঠা

১৫। তাহাবী শরীফ ৩৯৭ পৃষ্ঠা

১৬। আল মুনতাকা শরহুল মুয়াত্তা ২/৩৭ পৃষ্ঠা

১৭। আল কাফী ১/৪৬৮ পৃষ্ঠা

১৯৮৬ সনের ১১-১৬ অক্টোবর মোতাবেক ১৪০৭ হিজরীর ৮-১৩ সফর 'ও আই সি'-এর অঙ্গসংগঠন 'ইসলামী ফিকাহ একাডেমী' কর্তৃক জর্দানের রাজধানী আম্মানে আয়োজিত সম্মেলনে বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণের দ্বারা গঠিত 'ইসলামী রিসার্চ কাউন্সিল'-এর ৬ নং সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে ঃ "কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে তা অন্যান্য দেশের মুসলিমদেরও মেনে চলা দরকার, নতুন চাঁদ উদয় হওয়ার স্থানের পার্থক্য বিবেচনা করা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নতুন চাঁদ দেখে রামাযানের সিয়াম পালন করা এবং নতুন চাঁদ দেখে সিয়াম পরিত্যাগ করা সার্বজনীন এবং সবার জন্য প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ঃ বলা হয়েছে ঃ সৌদী আরবে বা পৃথিবীর যে কোন দেশে নতুন চাঁদ দেখা দিলে এবং তার নিখুঁত সংবাদ পাওয়া গেলে সিয়াম পালন করতে হবে, তাহলে সৌদী আরবের সময়ের সঙ্গে সলাত আদায় করা হয় না কেন?

উত্তর ঃ সলাতের সম্পর্ক সূর্যের সঙ্গে, আলকুরআনই তার দলীল ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ.

সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সলাত কায়েম কর এবং কায়েম কর ফজরের সলাত... বানী ইসরাঈল/১৭-৭৮। এই আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের কথা বলা হয়েছে। আর তার সম্পর্ক সূর্যের সঙ্গে। আর সিয়ামের সম্পর্ক চাঁদের সঙ্গে, আলকুরআনই তার দলীল ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ.

"রামাযান ঐ মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (বাকারা/২ ঃ ১৮৫)

রামাযান মাস শুরু হয় নতুন চাঁদের মাধ্যমে। এটা সর্বজন স্বীকৃত।

আর হাজ্জের সম্পর্ক চাঁদের সঙ্গে। আলকুরআনই তার দলীল ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.

(মুহাম্মাদ) মানুষ তোমাকে (বিভিন্ন মাসের) নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বলে দাও ঃ মানুষের জন্য তা সময় (তারিখ) নির্ধারক ও (বিশেষভাবে তাদের) হাজ্জের সময় (তারিখ) নির্ধারণকারী। (সূরা আল বাকারা/২ ঃ ১৮৯)

এখানে সময় তারিখ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, (তাফসীরের কিতাবগুলো দেখুন)।

এটি বুঝার ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। চাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট 'আমলগুলো সমগ্র পৃথিবীতে একই সময়ে পালন করা হবেনা, বরং একই দিন এবং একই তারিখে পালন করতে হবে। সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী সলাতের সময় নির্ধারিত হয়, কিন্তু বছর, মাস ও দিনের হিসাব করা হয় নতুন চাঁদের হিসাব অনুযায়ী। সিয়াম, লাইলাতুল কদ্‌র, ঈদ, কুরবানী, আশুরার দিন কোনভাবেই সলাতের সময়ের সাথে তুলনীয় নয়। সিয়াম পালন করা হবে চাঁদের অবস্থানের মাধ্যমে রামাযান মাসের শুরুর সাথে সাথে। নবচন্দ্রের উদয় ও দর্শনের মাধ্যমে মাসের সূচনা হওয়ার পর সূর্যের আবির্ভাবের দ্বারা সময়ের (সুবহি সাদিকের) হিসাব করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম পালন করতে হবে, যেমন সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী সলাত আদায় করা হয়ে থাকে। আবার রামাযানের সমাপ্তিও হবে নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমে, সূর্যের দ্বারা নয়। চন্দ্র ও সূর্যের এই অবস্থান ও পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যাপারটি অনেকের কাছে পরিষ্কার না হওয়ার কারণে বলে বসেন যে, সালাত যেমন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আদায় করছি তেমনি সিয়ামও ভিন্ন ভিন্ন দিনে শুরু করতে হবে। অথচ 'ভিন্ন ভিন্ন দিন' ও 'ভিন্ন ভিন্ন সময়' এক কথা নয়। খেয়াল করে দেখুন, সূর্যের অবস্থানের কারণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সলাত আদায় করা হচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাহরী খাওয়া এবং ইফতার করা হচ্ছে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিনে যেমন জুমু'আর সলাত আদায় করা হয়না, বরং একই দিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আদায়

করতে হয় তেমনি সিয়ামও ভিন্ন ভিন্ন দিনে শুরু না করে একই দিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আদায় করার কথা। ফজরের সলাত যেমন আমরা আরব দেশের আগে আদায় করি তেমনি সিয়াম, লাইলাতুল কদ্‌র, ঈদের সলাতও আমরা একই দিন স্থানীয় সময় হিসাবে আরব দেশের আগে আদায় করব। সময়ের ব্যবধানকে দিনের ব্যবধান হিসাবে মেনে নিলে সিরাতুন্নবী দিবস ১২ রবিউল আউওয়াল না হয়ে আমাদের দেশে ১০ অথবা ১১ রবিউল আউওয়াল হবে। তেমনি আশুরা যার অর্থ হল ১০ (দশ) তা আমাদের দেশে পালন করতে হবে ৮ অথবা ৯ মুহাররাম।

প্রশ্ন ঃ কুরআন ও সহীহ্ হাদীস থেকে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন ?

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গোত্রীয় নাবী নন, কোন বিশেষ এলাকার নাবী নন, তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল দেশের সকল মানুষের একমাত্র রাসূল ও নেতা। এর সমর্থনে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا.

(মুহাম্মাদ) তুমি কিয়ামাত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল যুগের সকল দেশের সকল মানুষকে) বল ঃ আমি তোমাদের সকলের জন্য একমাত্র রাসূল। (আল আ'রাফ/৭ ঃ ১৫৮)

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ .الأنبياء ١٠٧.

আমি তোমাকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্বজগতের জন্য একমাত্র রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। (আম্বিয়া/২১-১০৭)

তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শুধুমাত্র আরবদের জন্য নয়, পৃথিবীর সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ঃ

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ـ الترمذي ٦٩٧، صححه الألباني.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (পৃথিবীব্যাপী) তোমরা সকল (মুসলিম) একই দিবসে (তারিখে) সিয়াম পালন করবে, আর সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থেকে তোমরা সকল (মুসলিম) একই দিবসে (তারিখে) ঈদুল ফিতর পালন করবে এবং তোমরা সকল (মুসলিম) একই দিবসে (তারিখে) ঈদুল আযহা পালন করবে। শায়খ আলবানী (র) হাদীসটি সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী-৬৯৭)

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী ও নির্দেশ কি শুধু আরবদের জন্য, নাকি কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল মুসলিমের জন্য ? এই নির্দেশ কি কোনো দেশের জন্য নির্ধারিত, নাকি পৃথিবীর সকল মুমিনের জন্য ? যদি সকল মুসলিমের জন্য হয়, তবে তো একই দিনে সিয়াম, ঈদ, মুহাররম, আশুরা ইত্যাদি হওয়া ফরয।

বাংলা ভাষায় বচন দু'টি, এক বচন ও বহু বচন, আর আরবীতে বচন তিনটি, তথা এক বচন, দ্বিবচন ও বহু বচন। এই উল্লিখিত হাদীসে "ইউমুন" শব্দটির অর্থ একদিন, তার দ্বিবচন হচ্ছে "ইউমানে"-দু'দিন, আর বহুবচন হচ্ছে "আয়্যাম" যদি পৃথিবীতে দু'দিন ঈদ করেন তাও শরীয়ত বিরোধী হবে, যদি তিনদিন ঈদ পালন করেন তাও শরীয়ত বিরোধী হবে, আর যদি বলেন মুসলিম মিল্লাতের বর্তমানে ৫৭টি দেশ রয়েছে, আমরা ৫৭ দিনেই প্রতিটা দেশ ঈদ করব তাও শরীয়ত বিরোধী হবে। এই হাদীসে "ইউমুন" একই দিবসে সকল মুসলিমকে শরীয়তের ইবাদতগুলো পালন করতে হবে বলে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল ইমামগণ এই মতের অনুসারী তাদের নামসমূহ।)

ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র), ইমাম হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (র), ইমাম শওকানী (র), ইমাম সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (র), ইমাম সাবূনী (র), ইমাম ইবন বায (র), ইমাম মুহাম্মাদ

নাসিরুদ্দীন আলবানী (র), ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সালেহ (র), ইমাম আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (র), ইমাম ইউসুফ লুধিয়ানভী (র)।

প্রশ্ন ঃ আমার সমাজ, আমার দেশবাসী যা করছে আমি তাই করব, এদেশের অধিকাংশ লোক যা করছে আমি তাই করব ?

উত্তর ঃ সমাজ ও দেশবাসী এবং অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করলে কোন দিনই মুসলিম হয়ে ইন্তিকাল করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র প্রচলিত নীতির বিপরীতে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ.

"তুমি যদি পৃথিবীবাসী অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে, তারা প্রকৃতপক্ষে ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতেই চলে, তারা ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই করছেনা।" (আলআনআম/৬ ঃ ১১৬)

সংবিধান দেয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে,

اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ. ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاس لاَ يَعْلَمُوْنَ.

তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, আর কারও ইবাদত করবেনা; এটাই সরল সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। (ইউসুফ/১২ ঃ ৪০)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاس فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰن مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاس اِلاَّ كُفُوْرًا.

আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমা দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর সবকিছুই অস্বীকার করে। (বানী ইসরাঈল/ ১৭ ঃ ৮৯) এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلاَّ ظَنَّ اِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

তাদের অধিকাংশ লোক শুধুমাত্র কল্পনার পিছনে চলছে; নিশ্চয়ই কল্পনা বাস্তব ক্ষেত্রে মোটেই ফলপ্রসূ নয়। (ইউনুস/১০ ঃ ৩৬) এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللهِ اِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ.

তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (ইউসুফ/১২ ঃ ১০৬) এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰىهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيلاً اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ اِنْ هُمْ اِلاَّ كَالاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلاً.

তুমি কি দেখনা তাকে, যে তার কামনা বাসনাকে মা'বূদ হিসেবে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে? তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে ? তারা তো পশুরই মত; বরং তারা আরও অধম-পথহারা। (ফুরকান/২৫ ঃ ৪৩-৪৪)

এবার আসুন অধিকাংশ লোকের মতামতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন তা জেনে নেই ঃ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যে বিষয়ে আমার কোন অনুমোদন নেই তা বাতিল। (সহীহ্ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা আমাদের হুকুমসমূহের মধ্যে নতুন কোন কিছুর প্রবর্তন করবে যা আমার দ্বারা প্রবর্তিত নয় তা বাতিল। (সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম)

দীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজনের ব্যাপারে তোমরা সাবধান! কারণ প্রতিটি নতুন সংযোজনই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি পথভ্রষ্টতার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ্)

একবার আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ)র নিকট প্রশ্ন করা হল ঃ আপনার

পিতা তো তামাত্তু হাজ্জ নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন উমার (রাঃ) জবাবে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার চেয়ে কি আমার পিতার কথা বেশি অনুসরণযোগ্য হতে পারে? (ইব্‌ন ক্বাইয়িম, যাদুল মাআদ, ১/৩৯১ পৃষ্ঠা)

উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াতসমূহ এবং সহীহ হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট হল যে, দীনের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিপরীতে যত কথাই যুক্তিযুক্ত ও মনোমুগ্ধকর হোকনা কেন তা বাতিল। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)র বর্ণনা থেকে আমরা এটাও জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিপরীতে এমনকি জালীলুল কাদ্‌র সাহাবী ও খলীফা আবূ বাকর (রাঃ) কিংবা উমার (রাঃ)র কথাও গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। তবে হ্যাঁ, যেখানে কুরআন কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন বাণী পাওয়া যাবেনা সেখানে অবশ্যই তাদের কথা আগে গ্রহণযোগ্য।

রামাযানের প্রথম তারিখ, লাইলাতুল কদ্‌র, ঈদ উদ্‌যাপন ইসলামের সার্বজনীন ইবাদাত ও উৎসব। কিন্তু এসব বিষয়ে প্রায় প্রতি বছর মুসলিম দেশের সাথে আমাদের অনৈক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রতি বছরই একদিন অথবা দু'দিনের পার্থক্যে আমাদের দেশে এসব ইবাদাত পালন করা হচ্ছে। এতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শুধু অনৈক্যই প্রকাশ পায়না, বরং ইসলামী নীতিমালারও লঙ্ঘন। এসব ব্যাপারে বর্তমান প্রচার মাধ্যমের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য ও সেকেলে মনোবৃত্তি কার্যকর রয়েছে। আমরা জানি যে, বিশ্বের প্রায় সকলেই একই দিন সিয়াম, লাইলাতুল কদ্‌র, ঈদুল ফিত্‌র এবং আরাফার দিনের পরদিন ঈদুল আযহা পালন করে। আর এটাই শরীয়তের নির্দেশ। ইসলাম সব সময় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সময়ের সামান্য ব্যবধানের কারণে আমরা যদি একই দিন সিয়াম, লাইলাতুল কাদ্‌র, ঈদ ইত্যাদি পালন করতে না পারি তাহলে মুসলিম দুনিয়ায় ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বাঁধনে ফাটল ধরবে এটাই অবশ্যম্ভাবী। এক এক দেশের মুসলিমদের এক

এক দিন সিয়াম, লাইলাতুল কদ্‌র, ঈদ ইত্যাদি উদযাপনের ফলে ঈদের সার্বজনীনতা উপেক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে মুসলিমরা হাস্যস্পদ হয়ে উঠছে।

আমরা বলছি যে আমাদের দীন এক, রাসূল এক এবং আমরা এক মুসলিম জাতি। যদি তাই হবে তাহলে আমাদের আমলের পৃথকতা কেন ? এর সমাধানই বা কি? কোথায়, কার কাছে পাওয়া যাবে এর চূড়ান্ত মীমাংসা? আমরা যে দীনের অনুসারী বলে দাবী করছি সেই দীনের যিনি মালিক, যিনি সেই দীনের প্রচারক তাঁর বাণীই কি আমাদের মতপার্থক্যের মীমাংসার জন্য যথেষ্ট নয়? আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

اِنَّه لَقَوْلٌ فَصْلٌ.

নিশ্চয়ই আলকুরআন মীমাংসাকারী বাণী। (তারেক/৮৬ ঃ ১৩)

لَايَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ.

কোন মিথ্যা এতে -কুরআনে- অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ থেকেও নয়, পশ্চাৎ থেকেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ। (হামীম সাজদা/৪১ ঃ ৪২)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ.

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক। (হিজর/ ১৫ ঃ ৯)

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ.

আল্লাহর সংবিধানে কোন পরিবর্তন হয়না। (ইউনুস/১০ ঃ ৬৪)

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا.

তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেনা। (বানী ইসরাঈল/ ১৭ ঃ ৭৭)

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَبْدِيْلًا.

তুমি আল্লাহর এই সংবিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা। (ফাতাহ/ ৪৮ ঃ ২৩)

وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ.

তোমার রব্বের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেউই নেই। (আনআম/৬ ঃ ১১৫

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيْهِ.

এটা ঐ কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই; আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদের জন্য এ গ্রন্থ হিদায়াত। (আল বাকারা/২ ঃ ২)

লক্ষ্য করুন! সকল সমস্যার মীমাংসাকারী আল কুরআনের সংরক্ষক আল্লাহ, এই সম্মানিত গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও কোন মিথ্যা বাক্য/শব্দ দ্বারা কোনভাবেই কেহ পরিবর্তন করতে সক্ষম হবেনা যেহেতু সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বিধানও প্রদান করেননি। আমরা আরও জানতে পারলাম যে, এতে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। এবার আল্লাহ তা'আলার আরও কিছু বাণী শুনুন ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاتَفَرَّقُوْا.

তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা। (আলু-ইমরান/৩ ঃ ১০৩) এ সম্পর্কে সূরা ইউনুসে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ.

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও। তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কর না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের মনের দৃঢ়তা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে। (আনফাল/৮ ঃ ৪৬)

فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ.

মানুষ তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে; প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা আছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট। (মুমিনুন/২৩ ঃ ৫৩)

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ.

তারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল। (রুম/৩০ ঃ ৩২)

وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

তাদের সদৃশ্য হয়োনা যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও তারা বিচ্ছিন্ন ও বিরোধ করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব (আলু ইমরান/৩ ঃ ১০৫)

اِنَّ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَيْئٍ.

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন সম্পর্ক নেই-তুমি তাদের রাসূল নও। (আনআম/৬ ঃ ১৫৯)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ.

যে কেউ রাসূলের আনুগত্য করল নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। (নিসা/৪ ঃ ৮০)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا.

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। আর যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট। (আহযাব/ ৩৩ ঃ ৩৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে এমন

পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্ববর্তী নাবীদের কাউকে দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে শত্রুরা আমার নামে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, (২) আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে সিজদার স্থান ও পবিত্র বানানো হয়েছে, (৩) আমার জন্য গানীমাতের মালকে হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কারো জন্যে হালাল করা হয়নি, (৪) আমার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি রয়েছে এবং (৫) প্রত্যেক নাবীকে শুধুমাত্র তার জাতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল, আর আমাকে (কিয়ামত পর্যন্ত) সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী)

উপরে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, আল্লাহর দীনের রশিকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে এক উম্মাত হয়ে অভিন্ন ইবাদত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, কারণ তিনি সমগ্র মানবগোষ্ঠির জন্য অভিন্ন দীনসহ প্রেরিত হয়েছেন।

উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াতটি থেকে জানা গেল যে, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন জীবিত সমস্ত মুসলিমকে রামাযানের নতুন চাঁদ দেখা গেলে পূর্ণ মাস সিয়াম পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তাফসীরে বাইজাভীতে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি রামাযানের নতুন চাঁদ দেখবে কিংবা নির্ভরযোগ্য সূত্রে রামাযানের নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ পাবে তাকেই সিয়াম পালন করতে হবে। তাফসীরে কাবীরে ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (রহ) বলেছেন ঃ নতুন চাঁদ উদিত হওয়া প্রমাণিত হবে স্বচক্ষে দেখে অথবা দেখার সংবাদ শুনে। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে আল্লামা আলুসী (রহ) লিখেছেন ঃ যে ব্যক্তি নতুন চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ জানতে পারবে এবং ঐ সংবাদ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করবে তাকেই সিয়াম পালন করতে হবে। তাফসীরে খাযেনে এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি রামাযানের নতুন চাঁদ স্বচক্ষে দেখবে এবং যার কাছে নতুন চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে উভয়ের উপর সিয়াম পালন করা ফরয।

প্রশ্ন ঃ নতুন চাঁদ দেখা গেলে বা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে নতুন চাঁদ

দেখার নিখুঁত সংবাদ পাওয়া গেলে আমি যদি সে অনুযায়ী আমল করি, তাহলে আমি কি শরীয়তের দৃষ্টিতে সরকার বিরোধী হবো ?

উত্তর ঃ না আপনি সরকার বিরোধী হবেন না, কারণ, সরকার এসব ব্যাপারে মাথা ঘামাননা, আপনি প্রয়োজন মনে করলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে শুনুন ঃ

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. صحيح البخاري وصحيح مسلم.

আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হওয়ার নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সকল মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে সরকারের আনুগত্য করা, সে আদেশ তার পছন্দ হোক বা না হোক, তবে যখন সরকার শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ প্রদান করবে তখন শ্রবণ করার বা আনুগত্য করার কোন প্রয়োজন নেই। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

প্রশ্ন ঃ বলা হচ্ছে যে, পৃথিবীব্যাপী সিয়াম, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, হাজ্জ, মুহাররম ইত্যাদি সবই একই তারিখে পালন করতে হবে, যদি এ অনুযায়ী পালন না করা হয় তাহলে কি এগুলো ছাড়া আর কোন অসুবিধা হবে ?

উত্তর ঃ হাঁ, উক্ত ইবাদতগুলো কবূল হবেনা, তাছাড়া প্রতি আরবী মাসের "আয়্যামে বিয" তথা ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সিয়াম পালন করতেন। এই তিনদিন সিয়াম পালন করলে পূর্ণ এক মাসের সিয়ামের সওয়াব পাওয়া যাবে। প্রচলিত নিয়োমে আপনি সিয়াম পালন করেও এর কোন কিছুই পাবেন না। কারণ, সর্বপ্রথম ইবাদতের জন্য তারিখ নির্ধারণ করাই আপনার কাজ। প্রতি আরবী মাসের ১২ তারিখ বা ১৬ তারিখে সিয়াম পালন করলে কি করে সওয়াব পাওয়া যাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন ?

সর্বদাই সুন্দর আলোচনা হলো ঃ কথা কম, ভাব বেশী, তাই একটি মাস্‌আলা এত লম্বা না করে এর উপসংহার লিখে ইতি টানতে চাচ্ছি ঃ সম্মানিত দীনী ভাই ! যখনই দীন সংক্রান্ত কোন মাস্‌আলাকে কেন্দ্র করে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে মতভেদ ও ঝগড়া-বিবাদ হয়, তখন তাদের উপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে যায়, যতক্ষণ তারা শরীয়তের দলীল অনুযায়ী আমলে ফিরে না আসে। আলোচিত মাস্‌আলা শুধুমাত্র এ দেশের সমস্যা নয়, এই মাস্‌আলায় পৃথিবীর প্রায় ৫০টিরও বেশী মুসলিম দেশে এবং অমুসলিম দেশের মুসলিমগণও একই তারিখে সিয়াম পালন করছেন, একই তারিখে ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আযহাসহ সবই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শুধুমাত্র ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ কয়েকটি দেশে এই মতভেদ প্রচলিত রয়েছে। তাই যে মাস্‌আলা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে লিখা পড়া করা ও গবেষণা করা উচিৎ, এটা কোন নতুন মাস্‌আলা নয়, বহু মুফাস্‌সের, মুহাদ্দেস, মুফতী, জ্ঞানীর আগমন ঘটেছে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে, (ইসলাম আজকের নতুন দীন নয়) উক্ত মাস্‌আলায় তাঁরা কি বলেছেন তা লক্ষ্য করা যেতে পারে, নিজের মতামত পরিহার করে হিংসা ও কোন্দল পরিহার করা প্রয়োজন। এই মাস্‌আলায় মুসলিম বিশ্বের স্বনাম ধন্য চার ইমাম ঃ ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র), ইমাম হাফেয ইবনুল ক্বাইয়্যুম (র), ইমাম শওকানী (র), ইমাম সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (র), ইমাম সাবূনী (র), ইমাম ইবন বায (র), ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র), ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালেহ আলউসায়মীন (র), ইমাম আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (র), ইমাম ইউসুফ লুধিয়ানভী (র)গণ মতামত প্রদান করেছেন তাঁদের মতামত জানা প্রয়োজন, নিজ মতামত প্রকাশ করলে হবে না, উল্লিখিত ইমামগণও কোন মাস্‌আলা নিয়ে আলোচনা করলে অন্যের মতামত প্রকাশ করতেন। তাই অন্যের মতামত উল্লেখ করে আলোচনা করা প্রয়োজন।

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা উচিৎ। নতুবা আল্লাহর রহমত থেকে সরে গযবে পড়তে হবে ঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে সূরা হূদে যা বলেছেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلاَ يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ. اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

আর (মুহাম্মাদ) তোমার রব্ব ইচ্ছা করলে (পৃথিবীর) সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, তাই তারা মতভেদ করতেই থাকবে, কিন্তু (মুহাম্মাদ) তোমার রব্ব যাদের উপর রহমত কবেছেন তারা ব্যতীত, আর এজন্যেই তাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমার রব্বের বাণীও পূর্ণ হবে, আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করব জ্বিন ও মানুষকে দিয়ে। (হূদ/১১-১১৮-১১৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতেন, তাহলে সকলে মুসলিম হয়ে যেত, কোন মতভেদ থাকত না। কিন্তু নিগূঢ় রহস্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই পৃথিবীতে কাউকে কোন কাজের জন্য বাধ্য করেননা, বরং তিনি মানুষকে অনেকটা এখতিয়ার দান করেছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বাণী ঃ

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلاً.

এই (কুরআন) একটা উপদেশ বাণী, অতএব যার ইচ্ছা সে তার রব্বের পথ অবলম্বন করুক। (দাহার/৭৬ ঃ ২৯)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.

আর (মুহাম্মাদ মানুষকে) বলে দাও, সত্য তোমাদের রব্বের নিকট থেকে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুন; আমি যালেমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জাহান্নামের আগুন, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে; তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় এমন এক পানীয়, যা তাদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে বিদগ্ধ করবে, এটা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কতইনা নিকৃষ্ট আশ্রয়। (কাহাফ/১৮ঃ ২৯)

যার ফলে মানুষ ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য উভয়টাই করতে পারে। মানুষের মন-মানসিকতা বিভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। ফলে সর্বযুগেই কিছু লোক সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতা করে আসছে। তবে যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত করেছেন তারা সত্যিকারভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের শিক্ষা ও আদর্শকে অনুসরণ করেছে, তারা কখনো সত্য বিচ্যুত হন নাই। যেহেতু রব্বুল আলামীন সাবধান বাণী প্রদান করেছেন ঃ

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ. فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ. وَاِنَّه لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ.

এই (কুরআন) রব্বুল আলামীনের নিকট থেকে অবতীর্ণ। সে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি আমার বাণীর উপর কিছু বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করত, তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন ধমনী (গর্দান)। অতঃপর তোমাদের এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারে। আর এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ। (আল হাক্কাহ/৬৯ ঃ ৪৩-৪৮)

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রব্বুল আলামীনের নিকট আমানতদার ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, শুধু তাই নয়, তিনি

কাফেরদের নিকটও "আলআমীন" ছিলেন, রব্বুল আলামীন এই সাবধান বাণী তাঁর উপর নাযিল করে তাঁর (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মুসলিম মিল্লাতের আলেমগণকে সাবধান করেছেন। আলোচ্য আয়াতগুলোতে শরীয়তের সহীহ্ দলীল থাকা সত্ত্বেও মুসলিম মিল্লাতের ভিতরে মতভেদের নিন্দা করা হয়েছে, তা হচ্ছে ঃ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দীনের বিরোধিতা করা। শরীয়তের দলীল থাকা সত্ত্বেও যারা নিজেদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে চাই তা অবশ্যই নিন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য। মুজতাহেদদের গবেষণার ব্যাপারটা আলাদা কথা। তাই আমরা রব্বুল আলামীনের নিকট আকুল আবেদন করি ঃ তিনি যেন আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন ও ঈমান নিয়ে ইন্তিকাল করার তাওফীক প্রদান করেন, এই বলে আলোচনার সমাপ্তি করছি। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই, যার নেয়ামতে এই কাজটি সমাপ্ত হল। অগণিত সলাত ও সালাম আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গোত্রীয় নাবী নন, কোন বিশেষ এলাকার নাবী নন,তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল দেশের সকল মানুষের একমাত্র রাসূল। এর সমর্থনে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

(হে রাসূল! তুমি কিয়ামাত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল যুগের সকল দেশের সকল মানুষকে) বল ঃ আমি তোমাদের সকলের জন্য একমাত্র রাসূল। ('আরাফ/৭-১৫৮)

তাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেঁর বাণী পৃথিবীর সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (পৃথিবীব্যাপী) তোমরা সকল (মুসলিম) একই দিবসে (তারিখে) সিয়াম পালন করবে, আর সিয়াম পালন করা থেকে বিরত থেকে তোমরা সকল (মুসলিম) একই দিবসে (তারিখে) ঈদুল ফিতর পালন করবে এবং তোমরা সকল (মুসলিম) একই দিবসে (তারিখে) ঈদুল আযহা পালন করবে। শায়খ আলবাণী (র) হাদীসটি সহীহ বলেছেন। (তিরমিযী-৬৯৭)

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর সঠিক সিদ্ধান্তনুযায়ী যে সকল ইমামগণ এই মতের অনুসারী তাদের নামসমূহ

ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালেক (র),ইমাম শাফেয়ী (র), ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র), ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র), হাফেয ইবনুল ক্বাইয়েম (র), ইমাম শওকানী (র), ইমাম সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (র), ইমাম সাবূনী (র), ইমাম ইবন বায (র), ইমাম মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র), ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালেহ (র), ইমাম সিদ্দীক হাসান খান (র), ইমাম ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (র), ইমাম আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (র), ইমাম ইউসুফ লুধিয়ানভী (র)।